স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন

প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন –সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন -সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০৫টি	০৩	০২	**০০**	০৩	০৫	২৯.৪২ ২২০.০০	০৩	৩.৬০ ৭৪.২৯

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ০৫ টি।

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ: দক্ষ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না দেওয়া, প্রকল্প প্রণয়নকালে প্রকল্প দলিল সঠিকভাবে প্রণয়ন না হওয়া, প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন, পকল্প সঠিকভাবে মনিটরিং না করা ইত্যাদি।

০৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
১.	প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আনা সম্ভবপর হচ্ছে না।	১.	প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আনার নিমিত্ত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
২.	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতাকে মূল যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা না করা।	২.	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতাকে মূল যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।
৩.	প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন অর্থ বরাদ্দ এবং ছাড়ের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা।	৩.	আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনের উদ্দোগ গ্রহণ করতে হবে।
৪.	অপ্রয়োজনে প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন এবং অনাগ্রহী ব্যাক্তিদের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান।	৪.	অনাগ্রহী ব্যাক্তিদের সমন্বয়ে প্রকল্প পরিচালক পুল তৈরী করা যেতে পারে।
৫.	প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন কঠোর মনিটরিং ব্যাবস্থা না থাকা।	৫.	প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন কঠোর মনিটরিং ব্যাবস্থার সূচনা করা
৬.	যথাসময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়া।	৬.	যথাসময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

৫০ শয্যা বিশিষ্ট ৩টি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) হাসপাতাল স্থাপন (চুয়াডাঙ্গা, ঠাকুরগাঁও এবং খাগড়াছড়ি) -শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১.০ প্রকল্পের নামঃ ?? ????? ?????????????? ????? (???????????????????? ??????
(??????????????????? ??? ????????

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ঃ ?????????? ???????????

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ ?????? ????? ?(??????)?

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ (???? ???)??

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৫০৩২.০০ ১৫০৩২.০০ -	২১৩৩৭.২১ ২১৩৩৭.২১	২০৬৮০.৫৯২ ০৬৮০.৫৯ -	জুলাই,২০০৯ হতে জুন, ২০১২	জুলাই,২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫	জুলাই,২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫	৫৬৪৮.৫৯ (৩৭.৫৭%)	৩ বছর ৬ মাস (১১৬.৬৬%)

৫.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাসত্মব	আর্থিক (%)	বাসত্মব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
	Revenue				
1.	Pay of the Officers	13.77	L.S	7.15	51.95
2.	Pay of Establishment	17.00	L.S	14.37	84.53
3.	Allowances	23.08	L.S	18.01	78.04
4.	T&T and Internet	0.00	-	0.00	
5.	Registration Fee	12.00	L.S	4.54	37.87
6.	POL	35.00	L.S	13.91	39.75
7.	Stationary	20.00	L.S	20.00	99.98
8.	Advertisement and Circulation	22.00	L.S	20.66	93.91
9.	Entertainment	8.00	3896	7.96	99.49
10.	Utensils & Crockeries-3876 nos	18.21	7854	17.95	98.55
11.	Hospital Linens- 7854 nos	78.94	L.S	75.15	95.20
12.	Consultancy	707.13	L.S	706.85	99.96
13.	Honorarium	10.00	L.S	8.26	82.58
14.	Contingency	13.00	L.S	13.00	99.99
15.	Rehabilitation	35.00	L.S	35.00	100.00
	Sub Total (Revenue)	1013.13		962.81	95.03
16.	Vehicles	483.77	13	461.05	95.30

17.	Office Equipment	7.00	4	7.00	100.00
18.	Hospital Equipment & instrument	2536.50	4452	2536.48	100.00
19.	Other equipment and appliances (Except Lift)	2131.60	231	2001.51	93.90
20.	Furnniture for Hospital	368.82	3048	319.07	86.51
21.	Furnniture for Accommodation	410.67	2991	409.75	99.78
22	Furnniture for PD office	4.50	5	4.50	100.00
	Sub Total (Goods)	5942.86		5739.36	96.58
23	Land Development Work	314.18	3	314.17	100.00
24.	Officers Quarters	2259.94	6	2259.90	100.00
25.	Nurscs Family Quarters	479.68	3	479.66	100.00
26.	Other Ranks Staff Quarters	1125.17	9	1123.78	99.88
27.	4th Class Employees Quarters	698.69	6	698.67	100.00
28.	SM Barrack, Dining Hall & Kitchen	1209.82	3	1209.80	100.00
29.	Hospital Building	2946.52	3	2946.47	100.00
30.	Isolation Ward	160.01	3	160.01	100.00
31.	Medicine Store Building	178.02	3	178.01	99.99
32.	Laundry Building	87.13	3	87.12	99.99
33.	Kitchen Building	168.74	3	168.14	100.00
34.	Waste Disposal Plant Building	184.14	3	184.12	99.99
35.	M.T. Garage & Drivers Room	379.02	3	378.96	99.99
36.	Sub Station Building. PUmp House and Generator Room	113.81	3	113.80	100.00
37.	Boundary wall & Road Works	1096.29	3	1096.20	99.99
38.	Tube Well and Pump House	156.22	3	156.20	99.99
39.	Main Surface Drain	229.80	3	229.80	100.00
40.	Water Supply System	273.61	3	272.77	99.69
41.	External Electrica Works	736.98	3	736.98	100.00
42.	Main Gate and Guard Room	57.00	3	56.97	99.95
43.	Gas Line Works	0.00	-	0	-
44.	Hospital Lifts	237.50	6	237.50	100.01
45.	Supply & Installation of 1000 KVA Sub-Station Equipment Including H.T.Line.	498.00	3	497.95	99.99
46.	500 KVA Generator	255.95	3	255.82	99.95
47.	Retaining Wall	135.00	1	135.00	100.00

	Sub Total (Constrication)	13981.22		13978.40	99.98
	Total Capital (Goods+Constrication)	19924.08		19717.76	98.96
	Sub Total (Vevenue+Capital)	20937.21		20680.59	98.77
	Price Contingency	200.00		0.00	0
	Physical Contigency	200.00		0.00	0
	Grant Total	21337.21		20680.59	96.92

৬.০ প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকার কারণঃ প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ **পটভূমিঃ** ৫০,০০০ বিজিবি সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য বর্তমানে ঢাকা ও সাতকানিয়ায় ১টি করে হাসপাতাল রয়েছে যা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। তাদের মূল কর্মস্থল দেশের বর্ডার এলাকা থেকে অসুস্থ বিজিবি সদস্যদেরকে ঢাকা বা চট্টগ্রাম নিয়ে চিকিৎসা সেবা দেয়া অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই তাদেরকে দ্রত চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিজিবি কর্তৃক দেশের তিনটি অঞ্চলে যথা-ঠাকুরগাঁও, চুয়াডাঙ্গা ও খাগড়াছড়িতে বিজিবি নিয়ন্ত্রনাধীন ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব হাসপাতালে বিজিবি সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে।

"৫০ শয্যা বিশিষ্ট ৩টি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) হাসপাতাল স্থাপন (চুয়াডাঙ্গা, ঠাকুরগাঁও এবং খাগড়াছড়ি) নির্মাণ'' শীর্ষক মূল প্রকল্পটি ১৫০৩২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৪/০৮/২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আইএমইডি'র মতামতের আলোকে গত ০৮/০৭/২০১২ তারিখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর অর্থাৎ জুলাই, ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এরপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিজ ক্ষমতা বলে ৯.২২% বৃদ্ধি করে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৪১৮.১০ লক্ষ টাকায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে ১ম বারের মতো প্রকল্পটি সংশোধন করে। গত ১২/১১/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ২১৩৩৭.২১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২য় সংশোধিত অনুমোদিত হয়।

৭.২ **উদ্দেশ্যঃ**

(ক) বাংলাদেশ পশ্চিম-দক্ষিণ, উত্তর-পশ্চিম ও বৃহত্তর পাহাড়ী এলাকায় বাংলাদেশ রাইফেলস এর ৭টি সেক্টর ও ২৬টি ব্যাটালিয়নে মোতায়েনকৃত সদস্য এবং তাদের উপর নির্ভরশীল পরিবারবর্গসহ প্রায় ৪৫০০০ জনের সাধারণ ও জরুরী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং আহত/অসুস্থ বিজিবি সদস্যদের ঢাকাস্থ বিজিবি হাসপাতালে ভীড় এর হার হ্রাসকরণ;
(খ) বিজিবি সদস্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে উন্নততর চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে মনোবল বৃদ্ধি;
(গ) বিজিবি সদস্যদের পাশাপাশি সেক্টর এলাকার সাধারণ জনগণের জন্য জরুরী জীবন রক্ষাকারী বর্হিবিভাগ চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং ২০% ইনডোর বেডে স্থানীয় জনগণের চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের জন্য উন্মুক্ত রাখা;
(ঘ) মহিলা ও স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৭.৩ **মুল কার্যক্রমঃ**

হাসপাতাল ভবন, ভূমি উন্নয়ন, অফিসার্স কোয়ার্টার, নার্সেস ফ্যামিলি কোয়ার্টার, অন্যান্য পদবীর স্টাফ কোয়ার্টার, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী কোয়ার্টার, এসএম ব্যারাক, আইসোলেশন ওয়ার্ড, মেডিসিন স্টোর বিল্ডিং, লন্ড্রি বিল্ডিং, কিচেন বিল্ডিং, ওয়েস্ট ডিসপোজাল প্লান্ট বিল্ডিং, এমটি গ্যারেজ এবং ড্রাইভার রুম, সাব-স্টেশন বিল্ডিং, পাম্প হাউজ এবং জেনারেটর রুম, বাউন্ডারী ওয়াল এবং ইন্টারনাল রোড, টিউবওয়েল এবং পাম্প হাউজ, ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম, হাসপাতাল লিফট, ১০০০ কেভিএ সাব-স্টেশন স্থাপন (এইস, টি লাইনসহ), ৫০০ কেভিএ জেনারেটর, অফিস যন্ত্রপাতি, যানবাহন, হাসপাতাল যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, অন্যান্য যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি।

৭.৪ **প্রকল্প এলাকাঃ** বিজিবি ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার চুয়াডাঙ্গা, ঠাকুরগাঁও ও খাগড়াছড়ি।

৭.৫ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ**

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে "৫০ শয্যা বিশিষ্ট ৩টি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) হাসপাতাল স্থাপন (চুয়াডাঙ্গা, ঠাকুরগাঁও এবং খাগড়াছড়ি) নির্মাণ'' শীর্ষক মূল প্রকল্পটি ১৫০৩২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৪/০৮/২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। গত ২০/০২/২০১৩ তারিখে ১৬৪১৮.১০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৩ ১ম সংশোধিত আদেশ জারী করা হয়। গত ১২/১১/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ২১৩৩৭.২১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২য় সংশোধিত অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

৭.৬ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ**

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল		মমতব্য
		শুরু	পর্যন্ত	
০১	কর্নেল সাইদুল কবির (অবঃ)	৩০-০১-২০১০	১৩-১০-২০১১	ফুল টাইম
০২	বিগ্রেঃ জেনাঃ মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ	১৩-১০-২০১১	৩১-১২-২০১২	ফুল টাইম
০৩	বিগ্রেঃ জেনাঃ ব্রায়ান বঙ্কিম হালদার	০১-০১-২০১৩	২৮-০৭-২০১৩	ফুলটাইম
০৪	বিগ্রেঃ জেনাঃ মোঃ বাশিদুল ইসলাম	২৯-০৭-২০১৩	৩০-০৪-২০১৪	ফুলটাইম
০৫	বিগ্রেঃ জেনাঃ মোঃ তৌফিকুল হাসান সিদ্দিকী	৩০-৪-২০১৪	৩১/১২/২০১৫	ফুলটাইম

৮.০ **প্রকল্প পরিদর্শনঃ**

পরিদর্শন বিবরণ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''৫০ শয্যা বিশিষ্ট ৩টি বিজিবি হাসপাতাল (চুয়াডাংগা, ঠাকুরগাঁও ও খাগড়াছড়ি)'' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজ যথাক্রমে ১৫/৪/২০১৬, ২০/৮/২০১৬ ও ২৩/৭/২০১৬ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বিজিবি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং মাঠ পর্যায়ের হাসপাতালের কর্মরত ডাক্তারগণ উপস্থিত ছিলেন।

৮.১ **ঠাকুরগাঁও বিজিবি হাসপাতালঃ**

৮.১.১ গত ১৫/৪/২০১৬ তারিখে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ৩টি বিজিবি হাসপাতাল প্রকল্পের ঠাকুরগাঁও জেলায় অবস্থিত বিজিবি হাসপাতালের নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে বিজিবির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন কালে পর্যায়ক্রমে মাটি ভরাট, সীমানা দেয়াল, গার্ডরুম, সাবস্টেশন, জেনারেটর, এক্সটারনাল ইলেট্রিক্যাল্ওয়ার্ক, রোড ওয়ার্ক, মেইন সারফেস ড্রেন, কার্পেটিং রোড, মেডিসিন স্টোর, হসপিটাল বেডলিফট ইত্যাদির নির্মাণ কাজ সম্পুর্ণরূপে সমাপ্ত অবস্থায় দেখা যায়। প্রশাসনিক দপ্তর সহ তথা হসপিটাল বিল্ডিং এর বিভিন্ন কক্ষ ঘুরে দেখা হয়। হসপিটাল এর পুরুষ ওয়ার্ড, পুরুষ সার্জিক্যাল্ওয়ার্ড, কিচেন, গাইনি ওয়াড, পুরুষ অফিসার্স কেবিন, মহিলা অফিসার্স কেবিন, আইসোলেশন ওয়ার্ড, আইসিইউ, পোস্ট অপারেটিভ্ওয়ার্ড, নিউনেটাল আইসিইউ ইত্যাদি কক্ষ সরেজমিনে দেখা হয়। পরিদর্শন কালে টেকনিশিয়ান, নার্স, আয়াদের উপস্থিত দেখা যায়। বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে ডেন্টাল ইউনিট, ও গাইনি ইউনিটে ডাক্তার টেকনিশিয়ান ও নার্স দেখা গেলেও অন্যান্য বিভাগে কর্মরত ডাক্তার দেখা যায়নি। আবার কোন কোন বিভাগে ডাক্তার এমনকি যন্ত্রপাতিও দেখা যায়নি।

ফলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের স্বল্পতা, কিছু যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত থাকায় হসপিটালের কার্যক্রম এখনও পুরো উদ্যোমে শুরু করা সম্ভব হয়নি। দু'এক জন ছাড়া অন্যান্য বিভাগগুলিতে কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নেই। প্রশাসনিক ও আবাসিক ভবন হাসপাতালের ব্যবহারের লক্ষে অক্সিজেন গ্যাস সিলিন্ডার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। উক্ত ভবনের নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক পরিলক্ষিত হয়েছে।

৮.১.২ তবে প্রশাসনিক ভবনের পিছনের দিকে এবং আবাসিক ভবনের কোন কোন স্থানে হেয়ার ক্রাক/পস্নাষ্টারে সুক্ষ ফাটল এবং ওয়েদার কোট বিবর্ণ অবস্থায় দেখা গেছে। আবাসিক ভবনের দুই একটি ফ্লোরের কিছু বাসায় পানির কল, টয়লেটের ফ্লাস ঠিকমত কাজ না করতে দেখা গেছে। আবাসিক ভবনগুলির অধিকাংশ কক্ষই অব্যবহৃত অবস্থায় দেখা গেছে। দীর্ঘদিন এভাবে অব্যবহৃত থাকলে ভবনসমূহ ড্যাম্প হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হাসপাতালের কর্মকর্তাদের বাসভবন ও রেস্ট হাউজের নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক পরিলক্ষিত হয়েছে। সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক পরিলক্ষিত হয়েছে।

৮.২ <u>চুয়াডাংগা বিজিবি হাসপাতালঃ</u>

৮.২.১ গত ২৩/৭/২০১৬ তারিখে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ৩টি বিজিবি হাসপাতাল প্রকল্পের চুয়াডাংগা জেলা অংশের বিজিবি হাসপাতালের নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে প্রকল্পের আওতায় মাটি ভরাট, সীমানা প্রাচীর, গার্ডরুম, সাবস্টেশন, জেনারেটর, এক্সটারনাল ইলেট্রিক্যাল্ওয়ার্ক, রোড ওয়ার্ক, মেইন সারফেস ড্রেন, কার্পেটিং রোড, মেডিসিন স্টোর, হসপিটাল বেডলিফট ইত্যাদির বাস্তবায়ন কাজ সরেজমিনে দেখা হয়। এছাড়া হাসপাতাল ভবন, আবাসিক কোয়ার্টার, রেস্ট হাউজ, এমটি সেড, গ্যাস সিলিন্ডার কক্ষ, বার্ন ডিসপোজাল ভবন ও বার্ন যন্ত্রপাতি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। হাসপাতাল ভবনের দু'এক যায়গায় ছোট ছোট ফাটল বা হেয়ারক্রাক পরিলক্ষিত হয়। তবে ভবনের বীম কলাম ও ছাদের নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক পরিলক্ষিত হয়েছে। আবাসিক কোয়ার্টারে কিছু কিছু কক্ষ পানির কল নষ্ট, টয়লেটের পাশের কিছু অংশ ভাঙ্গা অবস্থায় দেখা গেছে। হাসপাতালের ল্যাবরেটরি, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, ব্লাড ব্যাংক, হসপিটাল লন্ড্রি ইকুইপমেন্ট, ফায়ার ফাইটিং, মেডিক্যাল গ্যাস পাইপ প্লান্ট ওটি লাইট, মেডিসিন বিভাগ এনেসথেশিয়া বিভাগ, গাইনী বিভাগ, অপারেশন থিয়েটার, সার্জারী বিভাগ, রেফ্রিজারেটর, অফিস ইকুইপমেন্ট, ডেন্টাল ডিপার্টমেন্ট, রেডিওলজি, এয়ার কন্ডিশনার, কার্টেন এন্ড গ্রীজার, আসবাবপত্র, হাসপাতালের লিনেন্স ইউটেনসিল এন্ড ক্রোকারিজ ইত্যাদি কার্যক্রম যথাযথাভাবে সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে।

৮.২.২ তবে এ হসপিটালেও প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার না থাকায় এবং অন্যান্য ডাক্তার না থাকায় (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে লোক নিয়োগ দেয়া হলেও এ সকল ডাক্তার কর্মস্থলে যোগ না দেওয়া) চিকিৎসা কার্যক্রম পুরোপুরি শুরু করা সম্ভব হয়নি। হাসপাতালটি চালু করার লক্ষে কতিপয় নার্স, টেকনিয়াশিয়ান, আয়া এবং বিজিবিতে নতুন রিক্রুটেড মহিলা সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে সেখানে নিয়োগ দেয়া হয়েছে মর্মে পরিদর্শনকালে জানা গিয়েছে। এসকল নতুন যোগদানকৃত মহিলা সদস্যদের আপাতত এমটি সেড তথা গ্যারেজের দোতলায় রাখা হয়েছে। তাদের জন্য পর্যাপ্ত খাট, জিনিসপত্র এখনও সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অবসরে বা শিফট পরিবর্তনের পর তাদের টিভি দেখার জন্য নিচে একটি কক্ষ বরাদ্দ করা হয়েছে। উক্ত কক্ষটিতে টাইলস ফিটিং করা হলে এবং যথাযথ সংখ্যক টেবিল চেয়ার দেয়া হলে তারা কিছুটা স্বাচ্ছন্দে সেখানে সময় অতিবাহিত করতে পারবে যেমনঃ টেলিভিশন দেখা, পত্রিকা পড়া ও প্রয়োজনীয় বই পুস্তক পাঠ করতে পারবে। যা তাদের কাজে প্রেরণা যোগাবে মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে।

৮.৩ <u>খাগড়াছড়ি বিজিবি হাসপাতালঃ</u>

৮.৩.১ গত ২০/৮/২০১৬ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলার বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সদ্য নির্মিত হাসপাতাল ভবনটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে বিজিবির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও হাসপাতালের ডাক্তারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন কালে হাসপাতাল ভবন, ডাইনিং কক্ষ, ভবনের ছাদ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, নার্সেস কোয়াটার, আবাসিক কোয়াটার, রেস্ট হাউজ সরেজনিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, হাসপাতাল ভবনের বিভিন্ন কক্ষ, অপারেশন থিয়েটার, ডেন্টাল বিভাগ, প্যাথলজি বিভাগ, চক্ষু বিভাগ, ড্রেসিং রুম, ওটি, আইসিইউ ইত্যাদি কক্ষ মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। উক্ত কক্ষ সমূহের মধ্যে কতিপয় কক্ষ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। হসপিটালের দায়িত্বে মেজর পদবীর একজন কর্মকর্তা বর্তমানে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। অপর

একজন ক্যাপ্টেন পদবীর কর্মকর্তা মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। এ হাসপাতালটিতে পর্যাপ্ত নার্স, টেকনিশিয়ান, আয়া এবং সিকিউরিটি সহ অন্যন্য জনবল কর্মরত দেখা গেছে।

খাগড়াছড়ি হসপিটালে স্থাপিত আল্টাসোনোগ্রাম মেশিন

৮.৩.২ হাসপাতালের মূল ভবন, বীম কলামের কাজ সন্তোষজনক পরিলক্ষিত হয়েছে। হাসপাতালের ছাদের ঢাল কিছুটা উচু নীচু দেখা গেছে ফলে ছাদের একটি অংশে পানি জমে থাকে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, Rain water down pipe এর ঢাল ঠিকভাবে নির্মিত হয়নি। তবে ভবনের একটি লিফট্ চালুর সময় কিছুটা কম্পনের সৃষ্টি হয় বলে জানা যায়। তবে সবসময় হয় কিনা তা তারা জানাতে পারেননি। খাগড়াছড়ি জেলায় বিদ্যুৎ লাইনে সমস্যা থাকায় বার বার লোডসেডিং হয় এবং লো-ভোল্টেজ এর কারণে লিফটসহ যন্ত্রপাতি পরিচালনায় প্রায়ই সমস্যার সৃষ্টি হয়। পরিদর্শনকালে একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। হসপিটালের বার্ন যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য নির্মিত ভবনে যে মেশিনটি স্থাপিত হয়েছে তা উক্ত কক্ষটির কলাপসিবল গেটের উপরের অংশ ভেঙ্গে স্থাপন করা হয়েছে। ভবনের আকার এবং উচ্চতা নকশা অনুযায়ী হয়নি বলেই যন্ত্রটি স্থাপনে সমস্যা হয়েছে বলে জানা গেছে। পরিদর্শনকালে কিছু অবকাঠামোগত কাজ চলমান দেখা যায়।

মূল হাসপাতাল ভবন

৮.৩.৩ প্রকল্পের আওতায় যে রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে তার দু'এক জায়গায় কিছুটা অংশ ভেঙ্গে গেছে এবং পীচ ঢালাই যথাযথভাবে হয়নি মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে। পাহাড়ী এলাকায় একটি খরস্রোতা খালের পার্শ্বের রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন মাটি দিয়ে নির্মাণ করার ফলেই রাস্তাটি তৈরীর পর মাটি সেটেল না হওয়ায় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়েছে। তবে রাস্তা সেটেল হওয়ার পর বিজিবির রাজস্ব বাজেট থেকে নিয়মিত মেরামতের মাধ্যমে তা ঠিক করা যাবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানিয়েছেন। ঠিকাদারের গাফিলতি ও পরামর্শকের প্রয়োজনীয় তদারকির অভাবে খালটির যে খরস্রোতা পাহাড়ী খালের স্থানে প্যালাসাইডিং করে দেয়া হয়েছে তা গভীর পানির ঢল বা স্রোতে ভবিষ্যতে ভেঙ্গে যেতে পারে। প্যালাসাইডিং যাতে ভেঙ্গে না যায় সেজন্য খালটিতে আপাতত পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাইপাস করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে।

সৈনিক ব্যারাক

৮.৩.৪ খাগড়াছড়ি জেলা বিজিবি আঞ্চলিক হাসপাতাল নির্মাণের জন্য যে এলাকাটি নির্বাচন করা হয়েছে তা যথাযথ হয়নি। এলকাটির একদিকে একটি পাহাড়/টিলা অবস্থিত আছে এবং অপরদিকে একটি খরস্রোতা খাল রয়েছে। ফলে একদিকে পাহাড় কেটে এবং অপরদিকে নিচু এলাকা ভরাট করে রাস্তা নির্মাণ এবং গভীর খরস্রোতা পাহাড়ী ঢালে প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ বাবদ যে অতিরিক্ত অর্থ ধরা হয়েছে তা একটি সমতল স্থান/ভূমি নির্বাচিত করা হলে সরকারি অর্থের সাশ্রয় করা সম্ভব হত বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

নির্মিত রাস্তা

৮.৩.৫ নার্সেস কোয়াটারের দু'একটি কক্ষ দু'একটি লাইট সুইচ অন করার পর তা জ্বলতে দেখা যায়নি। তবে নার্সেস কোয়ার্টারের ছাদের নির্মাণ কাজ এবং Rain water down pipe স্থাপন ও ছাদের ঢাল যথাযথভাবে নির্মিত হয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে। আবাসিক কোয়ার্টার সমূহের দু'এক জায়গায় হেয়ার ক্রাক পরিলক্ষিত হয়েছে। কোথাও কোথাও ওয়েদার কোট/ডিসটেম্পার বিবর্ণ হয়েছে। সৈনিক ব্যারাকের কতিপয় স্থানে কিছু কিছু হেয়ার ক্রাকের সৃষ্টি হয়েছে।

হাসপাতাল ভবনে ছাদে পানি জমে থাকা

৮.৪ **অন্যান্য পর্যবেক্ষণঃ**

(১) যে সকল বিভাগের জন্য যেমনঃ (গাইনী, ডেন্টাল, চক্ষু) ইত্যাদির জন্য হাসপাতাল অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে কিন্তু যে বিভাগের জন্য এখনও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়নি সে সকল বিভাগ চালুর জন্য জরুরী ভিত্তিতে ডাক্তার নিয়োগপূর্বক যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং সে অনুযায়ী ডেকরেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। (যেমনঃ চক্ষু বিভাগ)।

(২) প্রকল্পের নিয়োজিত পরামর্শক তাদের দায়িত্ব পালন না করায় হাসপাতালের ভবনে কতিপয় হেয়ার ক্রাক/ ফাটল, ছাদের ঢাল আকা বাঁকা উচু নীচু হওয়া, যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ভবন নির্মাণ না হওয়া (বার্ন ডিস্পোজাল ভবন) ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ঠিকাদার ও পরামর্শকদের দায়-দায়িত্ব নিরূপনপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। ঠিকাদারকে তার গাফিলতির জন্য জরিমানা করা যেতে পারে।

(৩) পরিদর্শনকালে বেশ কিছু যন্ত্রপাতি ভাল দেখা গেছে। তবে অন্যান্য সকল মেডিকেল যন্ত্রপাতি কার্যকর কিনা এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যালোচনা, ষ্টিয়ারিং ও পিইসি সভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় ও পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, বিজিবি ও মেডিকেল বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে মেডিকেল যন্ত্রপাতি/ মালামাল যাচাইয়ের জন্য একটি কমিটি কর্তৃক পরিদর্শন করার কথা থাকলেও তা করা হয়নি।

৯.০ **প্রকিউরমেন্ট তথ্যঃ**

প্রকল্পের নির্মাণ কাজ, যন্ত্রপাতি ক্রয় ও পরামর্শক ক্রয় কার্যক্রম পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করে সম্পাদিত হয়েছে এ সকল ক্রয় সম্পূর্ণ জিওবি অর্থ দ্বারা সংগঠিত হয়েছ। প্রকল্পের আওতায় ক্রয় কার্যক্রমের দরপত্র একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটিতে নিজস্ব সংস্থা বহির্ভূত দুই জন সদস্য অন্যান্য সংস্থা হতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তবে দরপত্রের তুলনামূলক বিবরণী ও কার্যবিবরণীতে সকল সদস্যের সীল ও স্বাক্ষর থাকলেও কোন সদস্য তারিখ উল্লেখ করেন নাই ও কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়নি। ''৫০ শয্যা বিশিষ্ট ৩টি বিজিবি হাসপাতাল (চুয়াডাংগা, ঠাকুরগাঁও ও খাগড়াছড়ি) স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ি প্রকল্পের হাসপাতাল বিল্ডিং নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে ১৫ মে ২০১১ তারিখে এবং কার্যাদেশ অনুযায়ী ১৬ মে ২০১১ হতে কাজ আরম্ভ করে এবং সমাপ্তির তারিখ ছিল ১৫ মে ২০১২।

১০.০ **অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ**

প্রকল্পের পিসিআর এর উল্লেখিত Auditing during and after Implementation অংশের ২.১ নং এ ইন্টারন্যাল অডিট এ কোন আপত্তি উল্লেখ করা হয়নি। অডিট আপত্তি নিস্পত্তি হয়েছে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। অডিট আপত্তি নিস্পত্তি হয়ে থাকলে তা আইএমইডিকে অবহিত করা প্রয়োজন।

১১.০ **প্রকল্পের ?????ও অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) বাংলাদেশ পশ্চিম-দক্ষিণ, উত্তর-পশ্চিম ও বৃহত্তর	(ক) বাংলাদেশ পশ্চিম-দক্ষিণ, উত্তর-পশ্চিম ও বৃহত্তর পাহাড়ী

পাহাড়ী এলাকায় বাংলাদেশ রাইফেলস এর ৭টি সেক্টর ও ২৬টি ব্যাটালিয়নে মোতায়েনকৃত সদস্য এবং তাদের উপর নির্ভরশীল পরিবারবর্গসহ প্রায় ৪৫০০০ জনের সাধারণ ও জরুরী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং আহত/অসুস্থ বিজিবি সদস্যদের ঢাকাস্থ বিজিবি হাসপাতালে ভীড় এর হার হ্রাসকরণ;	এলাকায় বাংলাদেশ রাইফেলস এর ৭টি সেক্টর ও ২৬টি ব্যাটালিয়নে মোতায়েনকৃত সদস্য এবং তাদের উপর নির্ভরশীল পরিবারবর্গসহ প্রায় ৪৫০০০ জনের সাধারণ ও জরুরী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং আহত/অসুস্থ বিজিবি সদস্যদের ঢাকাস্থ বিজিবি হাসপাতালে ভীড় অনেকটা কমেছে।
(খ) বিজিবি সদস্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে উন্নততর চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে মনোবল বৃদ্ধি;	(খ) বিজিবি সদস্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে উন্নততর চিকিৎসা সবো প্রদানের মাধ্যমে মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে।
(গ) বিজিবি সদস্যদের পাশাপাশি সেক্টর এলাকার সাধারণ জনগণের জন্য জরুরী জীবন রক্ষাকারী বর্হিবিভাগ চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং ২০% ইনডোর বেডে স্থানীয় জনগণের চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের জন্য উম্মুক্ত রাখা;	(গ) বিজিবি সদস্যদের পাশাপাশি সেক্টর এলাকার সাধারণ জনগণের জন্য জরুরী জীবন রক্ষাকারী বর্হিবিভাগ চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং ২০% ইনডোর বেডে স্থানীয় জনগণের চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের জন্য উম্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং স্থানীয় জনগণ চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে।
(ঘ) মহিলা ও স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	(ঘ) মহিলা ও স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ান, আয়া পদে মহিলাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

??.? ???????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ????? ???????? ???

??.? **???????**

সাধারণ সমস্যাঃ
মূল প্রকল্পটি ৩ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হলেও পরবর্তীতে আরো ৩ বছর ৬ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হয়েছে যা কাঙ্খিত নয়। সংশোধনকালে ৩ বছর ৬ মাস মেয়াদ বৃদ্ধি এবং ৫৬৪৮.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল খাতের ব্যয়, গাড়ী ও অন্যান্য ইক্যুইপমেন্ট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ও অন্যান্য ওভারহেড ব্যয় ঠিকই বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে এ বিলম্বের কারণে পূর্বাহ্নে ব্যয়িত অর্থের উপযোগীতা প্রাপ্তিও বিলম্বিত হয়েছে। তাই ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির এবং তার ফলশ্রুতিতে ব্যয় বৃদ্ধির এ সংস্কৃতি নিরম্নৎসাহিত করতে হবে।

হাসপাতাল ওয়ারী সমস্যাসমূহ নিমণরুপঃ

ঠাকুরগাঁও বিজিবি হাসপাতালঃ

(১) ঠাকুরগাঁও বর্ডার গার্ড হাসপাতালের জন্য পর্যাপ্ত ডাক্তার বিশেষ করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ না দেয়ায় চিকিৎসা কাজ ব্যহত হচ্ছে। ফলে সরকার রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে কয়েকজন ডাক্তার নিয়োগ দেয়া হলেও তারা কাজে যোগদান করেননি বলে জানা গিয়েছে।
(২) আবাসিক কোয়ার্টার সমূহ পুরোপুরি ব্যবহার না হওয়ায় এবং কক্ষসমূহ তালাব্ধ থাকায় আবাসিক কোয়ার্টার ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
(৩) হাসপাতালের পিছনে ডাইনিং কক্ষের বাহিরের দিকে কিছু কিছু স্থানে হেয়ার ক্রাক রয়েছে এবং নির্মিত কতিপয় ভবনে ওয়েদার কোট/ডিস্টেম্বার বিবর্ণ হয়ে রয়েছে।
(৪) প্রয়োজনীয় ডাক্তার এবং জনবলের পদসৃষ্টি এবং সাময়িকভাবে ডাক্তার নিয়োগপূর্বক হাসপাতাল চালুর জন্য এযাবৎ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য মন্ত্রণায় জনপ্রশাশন্ও অর্থবিভাগের মধ্যে তেমন কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়নি।

চুয়াডাংগা বিজিবি হাসপাতালঃ

(১) চুয়াডাংগা বিজিবি হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও প্রয়োজনীয় মেডিকেল অফিসার না থাকায় চিকিৎসা কার্যক্রম যথাসময়ে শুরু করা সম্ভব হয়নি।

(২) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে প্রেষণে যে সকল ডাক্তার নিয়োগ দেয়া হয়েছিল তারা কর্মস্থলে যোগদান করেননি।

(৩) চুয়াডাংগা হাসপাতালের জন্য নির্মিত ভবন, আবাসিক ভবন যথাযথভাবে ব্যবহার না হওয়া এবং হাসপাতালের পিছনের দিকের দেয়ালে কতিপয় হেয়ার ক্রাক ও চুন উঠে যাওয়া অবস্থায় দেখা যায়।

(৪) আবাসিক কোয়াটারে টয়লেটের ফ্লাস অকেজো থাকা এবং পানির কল নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং লাইটের সুইচ যথাযথভাবে কাজ না করা।

খাগড়াছড়ি বিজিবি হাসপাতালঃ

(১) খাগড়াছড়ি বিজিবি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের স্বল্পতা রয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল অফিসারের স্বল্পতা রয়েছে যার ফলে হাসপাতালটি প্রকৃতপক্ষে পুরোপুরি সার্ভিসয়্যাবল করা করা সম্ভব হয়নি।

(২) প্রয়োজনীয় ডাক্তার ও মেডিকেল অফিসার না থাকায় এবং মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত থাকার ফলে নষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে।

(৩) বিজিবির অসুস্থ রোগী এবং কোটা অনুযায়ী প্রাইভেট রোগীরা যথাযথ চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচেছ এবং সরকার রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচেছ।

(৪) হাসপাতাল ভবনের ছাদের ঢাল ঠিকমত নির্মিত না হওয়ায় ছাদের ঢালে পানি জমা হয়ে থাকতে দেখা যায়।

(৫) হাসপাতালের যে লিফটি ডিস্টার্ব দিচ্ছে তা যথাযথভাবে পরীক্ষা করা হয়নি বলে পরিলক্ষিত হয়েছে।

(৬) ঠিকাদার ও পরামর্শক এর গাফিলতির কারণে ভবনের ছাদের ঢাল ঠিকমত নির্মিত হয়নি এবং বার্ন যন্ত্র সংরক্ষণ ভবনের নির্মাণ কাজ নকশা অনুযায়ী যথাযথভাবে নির্মিত হয়নি।

(৭) নার্সেস কোয়ার্টারের কতিপয় কক্ষ ইলেট্রিক সুইচ যথাযথভাবে কাজ করে না।

(৮) আবাসিক কোয়ার্টারের কতিপয় স্থানে হেয়ারক্রাক বা ওয়েদার কোট বিবর্ণ হয়ে আছে।

(৯) সৈনিক ব্যারাকের কতিপয় স্থানে হেয়ার ক্রাক রয়েছে।

(১০) হাসপাতাল ভবন নির্মানের জন্য জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন না করায় অর্থাৎ সমতল ভূমি অধিগ্রহণ না করায় অতিরিক্ত অর্থের ব্যয় তথা সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে এবং নির্মাণ কাজে ক্রটি/বিচ্যুতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

??.? ***?????/???????***

?????? ????????

মূল প্রকল্পটি ৩ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হলেও পরবর্তীতে আরো ৩ বছর ৬ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হয়েছে যা কাঙ্খিত নয়। সংশোধনকালে ৩ বছর ৬ মাস মেয়াদ বৃদ্ধি এবং ৫৬৪৮.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল খাতের ব্যয়, গাড়ী ও অন্যান্য ইক্যুইপমেন্ট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ও অন্যান্য ওভারহেড ব্যয় ঠিকই বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে এ বিলম্বের কারণে পূর্বাহ্নে ব্যয়িত অর্থের উপযোগীতা প্রাপ্তিও বিলম্বিত হয়েছে। তাই ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির এ সংস্কৃতি নিরুৎসাহিত করতে হবে। মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির বিলম্বের মূল কারণসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঐ সকল কারণসমূহ প্রতিকারে পূর্বাহ্নেই ব্যবস্থা নিবে।

হাসপাতাল ওয়ারী সুপারিশসমূহ নিম্নরুপঃ

খাগড়াছড়ি বিজিবি হাসপাতালঃ

(১) নির্মাণ কাজের ঠিকাদার ও পরামর্শকের যথাযথ তদারকীর অভাবে কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবকাঠামো যেমন ছাদের ঢাল ঠিকমত না হওয়ায় ছাদে পানি জমা এবং নকশা অনুযায়ী বার্ন ডিসপোজাল ভবন নির্মিত না হওয়ার বিষয়ে সতর্ক করা যেতে পারে।

(২) যে সকল মেডিকেল যন্ত্রপাতি কম ব্যবহার হচ্ছে বা একবারে হচ্ছে না সে সকল যন্ত্রপাতি মাঝে মাঝে চালু রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং মেডিকেল যন্ত্রপাতির গুণাগুণ ও মান রক্ষার্থে শীততাপ যন্ত্র নিয়মিত ব্যবহার বা চালু রাখতে হবে।

(৩) হাসপাতাল ভবনের ছাদে পানি জমে যাতে শেওলার সৃষ্টি না হয় সেজন্য ঢাল যথাযথভাবে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(৪) হাসপাতালের জন্য সরবরাহকৃত যে লিফট ডিস্টার্ব দিচ্ছে তা মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৫) বিজিবির নিজস্ব রোগী বহির্ভূত রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাজস্ব আয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(৬) খাগড়াছড়ি বিজিবি হাসপাতালের কার্যক্রম পুরোপুরিভাবে চালুর লক্ষে বিশেষজ্ঞ ও প্রয়োজনীয় মেডিকেল অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৭) নার্সেস কোয়াটারের যে সকল সুইচ ঠিকমত কাজ করে না বা কোন প্লাগ বা সুইচ নষ্ট কি না তা পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৮) আবাসিক কোয়ার্টারে যে সকল স্থানে হেয়ার ক্রাকের সৃষ্টি হয়েছে এবং ডিস্টেম্বার/ওয়েদার কোট বিবর্ণ হয়েছে তা নিয়মিত মেরামত করতে হবে।
(৯) ভবিষ্যতে প্রকল্পের আওতায় যে কোন স্থাপনা নির্মাণের জন্য পাহাড়ী উচু নীচু ভূমি, খরস্রোতা পাহাড়ী খাল ইত্যাদি পরিহার করতে হবে।
(১০) অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি ও ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।
(১১) এ প্রকল্পের আওতায় যে সকল বিভাগের জন্য এখনও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা সম্ভব হয়নাই তা রাজস্ব বাজেট থেকে ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

চুয়াডাংগা বিজিবি হাসপাতালঃ

(১) মূল্যবান জিনিসপত্র/মেডিকেল যন্ত্রপাতি যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য মাঝে মাঝে শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্রসমূহ চালু রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(২) যেসকল আবাসিক ভবনের কক্ষ সমূহ ব্যবহার হচ্ছেনা তা মাঝে মাঝে খোলা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং টয়লেটের ফ্লাস, পানির কল ইত্যাদি নিয়মিত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৩) চুয়াডাংগা বিজিবি হাসপাতালে জরুরী ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও প্রয়োজনীয় মেডিকেল অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৪) হাসপাতালে নিয়োজিত নতুন নারী বিজিবি সদস্যদের প্রয়োজনীয় মেডিকেল প্রশিক্ষণ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাদের বর্তমানের আবাসিক অবস্থানের জন্য যে ভবনের রাখা হয়েছে তার নীচতলাটি টাইলস ফিটিং করা যেতে পারে এবং তাদের বাসস্থানের স্থানে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা যেতে পারে যাতে তারা স্বাছন্দে টিভি দেখা, পত্রিকা পড়া এবং প্রয়োজনীয় বই পুস্তক পড়তে পারে।

ঠাকুরগাঁও বিজিবি হাসপাতালঃ

(১) হাসপাতাল ভবন এবং আবাসিক ভবনে যে হেয়ার ক্রাকের সৃষ্টি হয়েছে এবং টয়লেটের ফ্লাশ নষ্ট হয়েছে তা নিয়নিত মেরামত করে চালু করতে হবে।
(২) যে সকল মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি স্থাপিত হয়েছে তা মাঝে মাঝে চালু রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে তা নষ্ট না হয়ে যায়।
(৩) ঠাকুরগাঁও বর্ডার গার্ড হাসপাতালের জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ডাক্তার নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। যার ফলে বিজিবির অসুস্থ্য রোগীসহ কোটা অনুযায়ী প্রাইভেট রোগীরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারে এবং সরকার প্রয়োজনীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়।
(৪) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে যে সকল ডাক্তারকে পোস্টিং দেওয়ার পরও কর্মস্থলে যোগদান করেননি তাদের পরিবর্তে প্রয়োজন বোধে স্থানীয় ডাক্তারের নিজ এলাকার বিষয়টি বিবেচনা করে নতুন ডাক্তার নিয়োগের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে একটি আন্ত মন্ত্রণালয় বৈঠকের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

পুলিশ সংস্কার কর্মসূচী (২য় পর্যায়)-শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মুল্যায়ন প্রতিবেদন

১.০	প্রকল্পের নামঃ	পুলিশ সংস্কার কর্মসূচী (২য় পর্যায়)।
২.০	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৩.০	বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ	বাংলাদেশ পুলিশ।
৪.০	প্রকল্প এলাকাঃ	পুলিশ হেডকোয়ার্টার ঢাকা ও ময়মনসিংহ, জামালপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সিলেট, সুনামগঞ্জ, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া, বরিশাল, ভোলা, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পঞ্চগড় ও রাজশাহী।

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রামন্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)						
২১৩৭০.২৫ ১৫০০.০০ ১৯৮৭০.২৫	২২২৩৯.০০ ৪৮৩.৪৫ ২১৭৫৫.৫৫	২২১৩৮.৯৬ ৩৮৩.৪৫ ২১৭৫৫.৫১	জুলাই,১০ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৪	জুলাই,১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫	জুলাই,১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫	৭৬৮.৭১ (৩.৬০%)	১৫ মাস (২৯.৪২%)

৬.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (**PCR**-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
1.	**Staff Salary**	**745.70**	**14 prs**	**762.01**	**14 prs**
2.	**Travel Exp.**	**193.15**	**LS**	**212.59**	**LS**
3.	**Printing /Publication**	**423.58**	**LS**	**423.04**	**LS**
4.	**Training Expenses**	**1429.80**	**850 nos**	**1423.48**	**969nos**
5.	**Seminar/ Conference/ Workshop**	**1252.13**	**650nos**	**1249.57**	**550nos**
6.	**Training Overseas/ Delegation Expenditure**	**384.75**	**29 nos**	**384.75**	**29 nos**
7.	**Consultancy (International/ National)**	**7030.43**	**86prs**	**6989.62**	**82prs**
8.	**Survey**	**330.75**	**LS**	**329.20**	**LS**
9.	**Other Expenditure (Honorarium, Meeting Allowances, Office Operational Expenditure)**	**814.72**	**LS**	**835.55**	**LS**
10.	**Other Expenses (GMS)**	**1078.63**	**LS**	**1084.76**	**LS**
11.	**Motor Vehicles**	**1010.76**	**36 Pickup, 126**	**1010.30**	**36 Pickup, 126**

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
			Motocycle 1230 Bicycle		**Motocycle 1230 Bicycle**
12.	**Water Transport**	**24.37**	**2 Speed Boat**	**24.32**	**2 Speed Boat**
13.	**Machineries and Other Equipment**	**1465.60**	**LS**	**1465.42**	**LS**
14.	**Computer and Accessories**	**1290.22**	**LS**	**1294.96**	**LS**
15.	**Computer software**	**981.10**	**LS**	**981.10**	**LS**
16.	**Furniture and Fixture**	**8.85**	**LS**	**5.12**	**LS**
17.	**21 Model Thana Refurbishment**	**2421.01**	**21 nos.**	**2409.85**	**21nos.**
18.	**Extablishment of Six Victim Support Centers**	**831.45**	**6 nos.**	**831.46**	**6 nos.**
19.	**CD/VAT**	**483.45**	**LS**	**383.45**	**LS**
Total		**22239.00**		**22138.96**	

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল এবং উদীয়মান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ১৯৯০ এর দশক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অর্জিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে মানব উন্নয়ন সূচকের দ্রুত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার একাধিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ বর্তমানে সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে। নানাবিধ ক্ষেত্রে চমকপ্রদ অর্জন সত্ত্বেও দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অপরাধ ও দুর্নীতি এখনো কঠিন সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে এবং এসব সমস্যা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের জন্য পুলিশ সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। সংস্কার একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং চলমান প্রক্রিয়া। এরই অংশ হিসাবে "পুলিশ সংস্কার কর্মসূচির (প্রথম পর্যায়) " শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গত ৩০/৯/২০০৯ তারিখে সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে "পুলিশ সংস্কার কর্মসূচির (২য় পর্যায়)" -শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়।

৭.২ উদ্দেশ্যঃ

ক) দেশে আইনের শাসন, নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
খ) পুলিশ বাহিনীর ঔপনিবেশিক মডেলকে গণতান্ত্রিক ধারায় রূপান্তর করতে সহায়তা করা।

৭.৩ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে মোট ২১৩৭০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১০ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য এ প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে জুলাই, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫ মেয়াদে ৩০/০৯/২০১৫ তারিখে ২২২৩৯.০০ ল ক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ম সংশোধনের প্রশাসনিক অনুমোদন জারী হয়।

৭.৪ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

(১) **Strategic Direction and Organizational Reform:** এর মাধ্যমে পুলিশের পরিকল্পনা, বাজেট, আধুনিক আইনগত কাঠামো, পুলিশের জবাবদিহিতা ও ভবিষ্যতে দিকনির্দেশনা নির্ধারণ;

(২) **Human Resource Management and Training:** পুলিশের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং কাঠামো শক্তিশালী হবে এবং অধিকতর যোগ্য ও পেশাদার পুলিশ বাহিনী তৈরীতে বাংলাদেশ পুলিশের প্রশিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

(৩) **Investigations, Operations and Prosecutions:** পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত, মামলা পরিচালনার মাধ্যমে নিরপেক্ষ এবং সবার জন্য ন্যায় বিচারের পথ সুগম করা;

(৪) **Crime Prevention and Community Policing:** পুলিশ ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া এবং আস্থা বৃদ্ধি পাবে যা বিচার প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রবেশাধিকার সুগম করা;

(৫) **Promoting Gender Sensitive:** বাংলাদেশ পুলিশের নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ সমাজের নারী ও শিশুদের সমতাভিত্তিক ও সংবেদনশীল সেবা প্রদানে সক্ষম করে তাদের অধিকার রক্ষায় সহায়তা প্রদান;

(৬) **Information Communications and Technology:** ব্যয় সাশ্রয়ী, ফলপ্রসূ ও স্থায়ী তথ্য, যোগাযোগ এবং প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশ জনগণকে উন্নত সেবা প্রদানে সক্ষম করা;

(৭) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন জেলায় ০৮টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, ০৬টি মডেল থানা এবং ১৮টি সার্ভিস ডেলিভারী সেন্টার স্থাপন করা।

৭.৫ প্রকল্প মেয়াদে নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল		মন্তব্য
		শুরু	পর্যন্ত	
০১	জনাব এন.বি.কে. ত্রিপুরা, এনডিসি অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক	১৪/৩/২০০৭	৬/১০/২০১০	খন্ডকালীন
০২	জনাব মোখলেসুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক	২৮/১০/২০১০	৩১/১২/২০১৪	খন্ডকালীন
০৩	জনাব মোখলেসুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক	০১/০১/২০১৫	৩১/১২/২০১৫	খন্ডকালীন

৮.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

৮.১ "পুলিশ সংস্কার কর্মসূচী (২য় পর্যায়)" -শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ বরিশাল, ঢাকা, সিলেট ও খুলনা জেলায় যথাক্রমে গত ০২/৪/২০১৬, ১২/৭/২০১৬, ২২/৭/২০১৬ ও ২৩/৮/২০১৬ তারিখে আইএমইডি 'র পরিচালক (যুব) কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন জেলায় ০৮টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, ০৬টি মডেল থানা এবং ১৮টি সার্ভিস ডেলিভারী সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও পিআরপি প্রকল্পের ইভ্যালুয়েশন স্পেশালিষ্ট এবং সংশ্লিষ্ট ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার (ভিএসসি) এর কর্মকর্তা ও সার্ভিস ডেলিভারী সেন্টার (এসডিসি) এর দায়িত্বররত কর্মকর্তা/কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

৮.২ বরিশাল জেলাঃ

পরিদর্শনকালে বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় নির্মিত ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার (ভিএসসি) ভবনের বীম, কলাম, ফ্লোর ও ছাদের উপরের অংশের কাজের মান সন্তোষজনক পরিল ক্ষিত হয়েছে। তবে ভবনের নীচ তলার একটি দরজার উপরের অংশে কিছু নির্মাণ ক্রটি এবং ভবনের বাহিরের দেয়ালে কিছু ওয়েদার কোট বিবর্ণ হয়েছে মর্মে দেখা গিয়েছে। ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারটি পরিদর্শনকালে তিনজন কিশোরীকে দেখা গেছে তাদের মধ্যে একজনকে এক ব্যক্তি বিয়ের প্রলোভন দিয়ে নিয়ে এসে লঞ্চে ফেলে গেছে। যাকে উদ্ধার করে এখানে রাখা হয়েছে। অপর একটি ছোট কন্যা শিশু জানায় যে, তার বাবা ও মায়ের মধ্যে ঝগড়া বিবাধ হয়েছে ফলে তার মা চলে যাওয়ার পর

সে কারও মাধ্যমে বরিশাল ভিএসসিতে এসেছে। অপর শিশুটি নিখোজ হয়ে এখানে এসেছে। দায়িত্বরত এসআই জানান যে, ভিএসসিতে একটি বড় রেজিস্ট্রার সংর ক্ষিত আছে উক্ত রেজিষ্ট্রার-এ ভিকটিম এর নাম, ঠিকানা, বয়স, মাতা-পিতার নাম, ঠিকানা এবং কি কারণে ভিএসসিতে এসেছে তা পরিপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে মহিলা আইনজীবির মাধ্যমে প্রথমে পারিবারিকভাবে বিষয়টি সুরহা করার চেষ্টা করা হয় অর্থাৎ ভিকটিম এর মা-বাবার সাথে যোগাযোগের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় যোগাযোগ করা হয়। কোন ট্রেস পাওয়া না গেলে ভিএসসিতে ৭ দিন রাখা হয়। এ সময় তাদের থাকা খাওয়া এবং Counseling এর ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে তাদেরকে সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরের পরিচালিত আশ্রয় কেন্দ্রে বা এনজিওদের আশ্রয় কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। তিনি জানান যে নিয়মিত এ সকল ভিকটিমদের আইনী সাহায্য প্রদানের জন্য বিভিন্ন সংস্থা যেমন- জেলা মহিলা আইনজীবি, থানার সদস্য, পুলিশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি, মহিলা ও সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, ও সংশ্লিষ্ট এনজিওর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নিয়মিত সভা আহবান করে ভিকটিমদের আইনী সহায়তা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

৮.৩ খুলনা জেলাঃ

গত ২২/৭/২০১৬ তারিখে খুলনা জেলায় পিআরপি প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উক্ত ভিএসসিতে উপ জাতীয় ৬টি শিশুকে অবস্থান করতে দেখা যায়। পরবর্তীতে যাদের উদ্ধারের জন্য তাদের মা-বাবার সঙ্গে নিকটস্থ থানায় যোগাযোগ করা হয় এবং মা-বাবা সুদূর খাগড়াছড়ি থেকে এসে আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সন্তানদের নিয়ে যান মর্মে জানা গেছে। যতদূর জানা যায় একটি খ্রীষ্টান মিশনারীতে তাদের লেখাপড়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু উক্ত মিশনারীর সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানকারীদের দূর্ব্যবহার ও পচা বাসি খাবার খাওয়ার কারণে তারা উক্ত হোস্টেল থেকে পালিয়ে যশোরে চলে যায়। এক পর্যায়ে সিএনজিতে উঠলে সিএনজি ড্রাইভার তাদেরকে নিকটস্থ থানায় হস্তান্তর করেছেন বলে জানা যায়।

৮.৪ সিলেট জেলাঃ

গত ২৩/৮/২০১৬ তারিখে সিলেট সদরে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে (ভিএসসি) সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। সিলেট ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের দায়িত্বরত অতিরিক্ত এসপি প্রশিক্ষণে থাকায় দায়িত্বরত কর্মকর্তার সাথে আলোচনা হয়। তিনি জানান যে, তারা এ পর্যন্ত বেশ কিছু ভিকটিমকে পেয়েছেন যাদের ইতোমধ্যে নিবন্ধন করে প্রয়োজনীয় আইনি সাহায্য দেয়া হয়েছে।

৮.৫ এছাড়া সিলেট গোলাপগঞ্জ সার্ভিস ডেলিভারী সেন্টার পরিদর্শনকালে ভবনের নির্মিত বীম, কলাম, ছাদ, ব্রিক ওয়ার্ক, ফ্লোর এর কাজ সন্তোষজনক দেখা যায়। তবে প্রকল্পের আওতায় এসডিসি এর জন্য গাড়ীর সংস্থান থাকলেও এবং তদানুযায়ী গাড়ী ক্রয় করা হলেও তা উক্ত এসডিসিতে সরবরাহ করা হয়নি। ফলে মামলার আসামী গ্রেফতার এবং কোর্টে চালান দিতে তাদের সমস্যা হয় বলে জানিয়েছেন। মূল ভবনের কাজ সন্তোষজনক হলেও বাথরুমের গ্লাস সেলফ যথাযথ মানের লাগানো হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৮.৬ ঢাকা জেলা তেজগাঁও, ভিএসসিঃ

গত ১২/৭/২০১৬ তারিখে ঢাকা জেলার তেজগাঁও থানা সংলগ্ন ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে প্রকল্পের প্রক্রিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ভিএসসি) এবং সংশ্লিষ্ট ২জন সহকারী পুলিশ সুপার উপস্থিত ছিলেন। ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারটি বেশ বড় পরিসরে অবস্থিত দেখা গেছে। একজন ডিপুটি পুলিশ কমিশনার এর দায়িত্বে রয়েছেন। এছাড়া ২জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ২জন পুলিশ সুপার ও প্রায় ১৫ জন মহিলা এসআইসহ বিভিন্ন কনষ্টবল ও কম্পিউটার অপারেটর কর্মরত দেখা গেছে। এখানে তিন ভিকটিমকে দেখা গেছে যারা বাসা থেকে হারিয়ে অথবা গৃহকর্তা/গৃহকর্তীর অত্যাচারে পালিয়ে এসেছেন বলে তারা জানিয়েছেন। প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিষ্ট জানান যে, এ ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে প্রকল্প হতে ক্রয়কৃত কম্পিউটার সামগ্রী ও বিভিন্ন আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে এখানে পূর্বের তুলনায় তদন্তকাজসহ সকল কার্যাবলী সম্পাদনে কর্মরতদের সুবিধা তৈরি হয়েছে। তবে ভিএসসি এর দায়িত্বরত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান যে গাড়ী না থাকায় তদন্ত কাজে যাতায়াত এবং ভিকটিমদের আদালতে যাতায়াতের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই একটি গাড়ী সরবরাহ করা হলে তদন্ত কাজসহ আদালতে যাতায়াত সহজ হবে বলে তিনি জানান।

উ **লেখ্য** যে, প্রকল্প পরিচালক, প্রায় প্রতিটি অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সরেজমিনে তদারকি করেছেন। ফলে অবকাঠামো নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক পরিল ক্ষিত হয়েছে। এছাড়া **PWD** -এর একজন নির্বাহী প্রকৌশলী অবকাঠামো নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য সার্বক্ষণিক নিয়োজিত ছিলেন।

৮.৭ **Police Act** এবং গাইডলাইন সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

পিআরপি প্রজেক্ট এর আওতায় **Police Act & Evidence Act** সহ বিভিন্ন আইন প্রণয়ন/সংশোধন বিষয়ে এবং পুলিশ সংস্কার বিষয়ে বিভিন্ন **Act** ও **Guide** বই প্রণয়ন করে তা প্রকাশ করা হয়েছে। তবে কিছু কিছু **Act** ও **Guide** অনুমোদনের জন্য এখনও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যে **Act** ও গাইড বই প্রকাশনা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে তা নিমণরূপঃ

১) **Police Actt Legal Police Act** এর খসড়া তৈরি করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে উক্ত **Police Act** এর খসড়া পেশ করা হয়েছে বলে প্রকল্পের মনিটরিং স্পেশালিষ্ট জানিয়েছেন।

২) **Evidence Actt** সাক্ষ্য আইন ১৮৭২ সংশোধন করা হয়েছে। উক্ত সংশোধনী প্রস্তাব আইন মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষাধীন আছে বলেও প্রকল্পের মনিটরিং স্পেশালিষ্ট জানিয়েছেন।

৮.৮ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

পুলিশ রিফরম (পিআরপি) প্রকল্পের আওতায় পুলিশের প্রায় এক হাজার কর্মকর্তা কর্মচারী কে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও নির্মেবর্ণিত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছেঃ

১) প্রায় ৪০০০ পুলিশ সদস্যকে মানবাধিকার বিষয়ে প্রশি ক্ষণ দেয়া হয়েছে। মানবাধিকার প্রশি ক্ষণের জন্য মানবাধিকার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি করা হয়েছে।

২) মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য হিউম্যান রাইটস সার্বজনীন মানবাধিকার এর ঘোষণাপত্র বিষয়ক বই, মানবাধিকার মানদন্ড ও এর চর্চা, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণা পত্র, বই প্রণয়ন করা হয়েছে এবং পুলিশদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে।
হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজম্যান্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে ২৫ হাজার গ্রাম পুলিশকে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৩) পুলিশ ওয়েল ফেয়ারঃ ৩৩টি ট্রেনিং সেন্টার আছে যার মাধ্যমে প্রশি ক্ষণ, সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ইত্যাদি কার্যক্রম হচ্ছে।
পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারঃ খুলনা, নোয়াখালী, রংপুর, টাঙ্গাইল, পুলিশ একাডেমী সারদা, ঢাকা মেট্রোপলিটান ট্রেনিং একাডেমী মিরপুর যা পুলিশ সদস্যদের জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণেরব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

8) **Dectective Training School** মালিবাগঃ উক্ত প্রতিষ্ঠানে ফার্ণিচার ইকুইপমেন্ট, কম্পিউটার ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। পিএমআইএস বিষয়ে ৪০০ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কম্পিউটার ডাটা অপারেটর, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং পুলিশ সুপারকে সুপারভিশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৫) **Investigation:** থানাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তথা তদন্তকারী কর্মকর্তাদের দ ক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশি ক্ষণ দেয়া হয়েছে। আলামত সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেকটি থানায় ক্রাইম সিন সরবরাহ করা হয়েছে।

৮) **Arrest & Detention** এর জন্য ম্যানুয়াল তৈরি করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণদেয়া হয়েছে। ৫১১ জনকে ক্রাইম সিন ম্যানেজমেন্ট এবং এর জন্য প্রায় ২৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ইন্টারভিউ স্কিল বাড়ানোর জন্য ৬০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ফিংগার প্রিন্ট এর জন্য ১১০ জনকে প্রশিক্ষণদেয়া হয়েছে। ক্রাইম সিন ব্যবহার জানার জন্য প্রায় ১৫০০ পুলিশকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ১৫০ কোর্ট অফিসারকে (যারা কোর্টের সাথে সম্পৃক্ত) পুলিশ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তদন্ত বিষয়ে প্রায় ২৫০ জন-কে প্রশিক্ষণদেয়া হয়েছে। হিউম্যান বিষয়ক ট্রেনিং-এ প্রায় ৪০০ জন প্রশিক্ষণদেয়া হয়েছে।

৯. ক্রয় সংক্রান্ত মতামতঃ

আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল মালামাল ক্রয় করা হয়েছে তা যথাযথ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক করা হয়েছে। দরপত্রের তুলনামুলক বিবরণীতে সকল সদস্যের স্বা ক্ষর ও সীল রয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বহির্ভূত অন্যান্য সংস্থা হতে ২ (দুই) জন সদস্য নিয়মানুয়ায়ী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট ইভ্যালুয়েশন স্পেশালিষ্ট জানিয়েছেন। স্থানীয় সম্পদের ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র মুল্যায়নে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। প্রকল্পের বৈদেশিক সাহায্যকৃত অর্থের মাধ্যমে যে সকল ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে তা ডেভেলপমেন্ট পার্টনার এর গাইড লাইন অনুসরণপূর্বক সম্পন্ন করা হয়েছে বলে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

১০. অডিট নিস্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

প্রকল্পের প্রেরিত পিসিআরের অনুচ্ছেদ-এফ **(Monitoring & Auditing) 2.2 External Audit** -এ ৫টি অডিট আপত্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। তার সর্বশেষ জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ২০১৫ **Part B: obserbation no-04-**এ **FAPAD Audit to be Conducted in first quarter of 2016** এখনও নিস্পত্তি হয়নি মর্মে উল্লেখ আছে।

১১. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) দেশে আইনের শাসন, নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।	ক) দেশে আইনের শাসন কায়েম, নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামো সুবিধা তৈরি, ব্যাপক প্রশিক্ষণএবং বিভিন্ন পুলিশ এ্যাকট ও গাইড, ম্যানুয়াল তৈরি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।
খ) পুলিশ বাহিনীর ঔপনিবেশিক মডেলকে গণতান্ত্রিক ধারায় রূপান্তর করতে সহায়তা করা।	খ) ব্যাপক প্রশিক্ষণেরমাধ্যমে যেমন- মানবিক প্রশিক্ষণ, আইন-আদালতের কার্যক্রমের সাথে পুলিশের সহায়ক ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে পুলিশ বাহিনী মধ্যে সচেতনা সৃষ্টি করা হয়েছে।

১২.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১৩. পর্যবে ক্ষণ (অবকাঠামো নির্মাণ):

বরিশাল

১৩.১ বরিশাল ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার এর দেয়ালে ড্যাম্প ও দাগ দেখা গেছে এবং দরজার কাঠ বাকা হয়ে উপরে আংশিক ফাঁকা হয়ে যেতে দেখা গেছে। যথাযথভাবে কিউরিং না করায় এবং সীজনকৃত কাঠ ব্যবহার না করার কারণে এ ধরনের সমস্যা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;(অনুচ্ছেদ-৮.২)

খুলনাঃ

১৩.২ খুলনা ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার এর ভবনের দেয়ালের হেয়ার ক্রাক সৃষ্টি হয়েছে। নিয়মিত মেইনটেনেন্স না হলে ভবিষ্যতে বড় আকারের ফাটলের সৃষ্টি হতে পারে (অনুচ্ছেদ-৮.৩)

সিলেটঃ

১৩.৩ সিলেট ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ও সার্ভিস ডেলিভারী সেন্টার এ বাথরুমের ফিটিংস ও গ্লাস সেলফ যথাযথমানের এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হয়নি মর্মে দেখা গেছে যা পরিবর্তনের প্রয়োজন; (অনুচ্ছেদ-৮.৪)

তেজগাঁও, ঢাকাঃ

১৩.৪ ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার এর জন্য প্রয়োজনীয় গাড়ী না থাকায় ভিকটিমকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে বিলম্ব হয়; সাপোর্ট সেন্টার এর প্রচারনা কম থাকায় এ বড় সেন্টারটি পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহৃত হয়না মর্মে জানা যায়;

(অনুচ্ছেদ-৮.৬)

পর্যবেক্ষণ (**Act** ও **Evidence Act** সংক্রান্তঃ

১৩.৫ **Police Act** ও **Evidence Act** চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত না হওয়ায় এর কার্যকারীতা বা সুফল প্রাপ্তি বিলম্বিত হচ্ছে। উক্ত দুটি **Act** এর ড্রাফট কপি যথাক্রমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষাধীন আছে বলে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

১৩.৬ পুলিশের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও মানবিক প্রশিক্ষণের সুযোগ এখনও সীমিত পরিসরে রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

সাধারন সমস্যাঃ

১৩.৭ পুলিশ বাহিনীর ব্যবস্থাপনায় মৌলিক সংস্কার করার বিষয়টি বিবেচ্য প্রকল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রকল্পটির মাধ্যমে আইনগত কাঠামোর উন্নয়ন, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতাবৃদ্ধি, তদন্তে নিরপেক্ষতা, সবার জন্য ন্যায় বিচার, তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ইত্যাদি সকল বিষয়ে আধুনিকায়নের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ নিয়োগ পদ্ধতি, বদলী, কর্তব্যপালনে দক্ষতা, ন্যায় বিচার প্রদান, তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ, নিরপেক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে উন্নতি হলেও জনগণের সেবা প্রদানে বিষয়ে আরো দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন;

১৩.৮ প্রকল্পটি মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম খুব বেশী ব্যাপক হওয়ায় অর্থাৎ অনেক বিষয় একটি প্রকল্পের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করার প্রয়াস চালানোর ফলে কোনটিরই সম্পূর্ণ অর্জন পরিমাপ করা দুস্কর হয়ে পড়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল সংস্কার কার্যক্রম নেয়া হয়েছে সেইগুলি আরো ইস্যু স্পেসিফিক হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক ক্লাস্টার করে তার জন্য সুর্দিষ্ট কার্যক্রম চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়ন প্রয়োজন ছিল। অথবা একেকটি ইস্যুকে টার্গেট করে এক/একাধিক কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত ছিল।

১৪.০ সুপারিশঃ

১৪.১ **Police Act** ও **Evidence Act** (সংশোধিত) এর বিষয়ে মন্ত্রণালয় দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ফলো-আপ অব্যাহত রাখবে;

১৪.২ বরিশাল ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারসহ এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনের নিয়মিত সংস্কার রক্ষণাবেক্ষণর ব্যবস্থা করতে হবে;

১৪.৩ সিলেট ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ও গোলাপগঞ্জ সার্ভিস ডেলিভারী সেন্টারের বাথরুম যথাযথ মানের ফিটিংস প্রতিস্থাপন করতে হবে;

১৪.৪ খুলনা ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার এর ভবনের হেয়ার ক্রাক মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে;

১৪.৫ তেজগাঁও ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের ভিকটিমদের মামলা পরিচালনা ও তদন্ত কাজের জন্য একটি যানবাহন সরবরাহ করা প্রয়োজন। এছাড়া ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে সুযোগ সুবিধার বিষয়ে ব্যাপক ভিত্তিক প্রচারনার ব্যবস্থা করতে হবে;

১৪.৬ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্য রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার বিষয়ে আরোও ব্যাপক পরিসরে পদক্ষেপ নিতে হবে;

১৪.৭ পুলিশের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও মানবিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আরোও নিবিড়ভাবে বিচেনা গ্রহণ করতে হবে;

১৪.৮ ভবিষ্যতে বিভিন্ন ইস্যু যথাযথভাবে চিহ্নিত করে পৃথক পৃথক কার্যক্রম প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৪.৯ পুলিশ বাহিনীর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় মৌলিক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে পুলিশের নিয়োগ, বদলী, কর্তব্য পালনে দক্ষতা, ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণে ভূমিকা, মানবিক দৃষ্টি-ভঙ্গির উন্মেষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৪.১০ মন্ত্রণালয় প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ৩৬টি পিক-আপ এর বর্তমান ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি আইএমইডি ’কে অবহিত করতে হবে।

দি প্রজেক্ট ফর এনহ্যান্সিং সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ক্যাপাবিলিটি অব বাংলাদেশ পুলিশ -শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১। প্রকল্পের নাম : দি প্রজেক্ট অব এনহ্যানসিং সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ক্যাপাবিলিটি অব বাংলাদেশ পুলিশ।

২। প্রকল্পের অবস্থান : মিলব্যারাক, ঢাকা ও সিআইডি হেডকোয়ার্টার্স

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ঢাকা।

৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/জননিরাপত্তা বিভাগ

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
২৮৩২.২০	২৮৩২.২০	২৪৮৯.২৯	এপ্রিল, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫ (২৬ মাস)	এপ্রিল, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৬ (৩৮ মাস)	এপ্রিল, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৬ (৩৮ মাস)	(-) ৩৪২.৯১ (১২%)	১২ মাস (৪৬%)

৬। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রাপ্ত পিসিআর-এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	টিপিপিঅনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত টিপিপিঅনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	(ক) রাজস্ব ব্যয়:					
১	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	২	২.০০	২০	১.৮৪
২	ট্রান্সপোর্টেশন/ট্যুর	সংখ্যা	২	১.০০	১৫	০.৯৯
৩	মূল্যায়ন	সংখ্যা	১	৮০.০০	১	৮০.০০
৪	এক্সপার্ট এক্সপেন্স	থোক	থোক	৩২০.০০	থোক	৩২০.০০
৫	মেইনটেনেন্স (কম্পিউটার/ইকুইপমেন্ট)	থোক	থোক	৫৩.০০	থোক	৫৩.৬০
৬	ইনভাইটেশনাল ট্রেনিং	থোক	থোক	৫১২.০০	থোক	৫১২.০০
৭	অফিস ম্যানেজমেন্ট	থোক	থোক	৩.৬০	থোক	৩.৯৯
৮	বিবিধ	থোক	থোক	১০.০০	থোক	৯.৮৮
	উপ-মোট (ক):			৯৮২.২০		৯৮২.২০
	(খ) মূলধন ব্যয়:					
৯	কনস্ট্রাকশন অব বিল্ডিং মেরামত	সংখ্যা	১	৪৮০.০০	২	৪৮০.০০
১০	কম্পিউটার এবং ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	৮০	৪১৬.০০	৫৮	৪১৬.০০
১১	অফিস ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	১৪	৬৬.৪০	৪৯	৬৬.৪০
১২	ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	৫৮	১৫৫.২০	থোক	১৫৫.২০
১৩	ফার্নিচার	সংখ্যা	৬৬	৬৮.০০	থোক	৬৮.০০
১৪	ক্যামেরা	সংখ্যা	২	৪.৪৮	৪	৪.৪৮
১৫	কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংখ্যা	১৪৪	১১১.২০	থোক	১১১.২০
১৬	সি এন্ড এফ কমিশন	থোক	থোক	৫.৬০	থোক	৫.৫৩

ক্রমিক নং	টিপিপিঅনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত টিপিপিঅনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১৭	মাইক্রোবাস	সংখ্যা	১	৪০.০০	১	৪০.০০
১৮	অন্যান্য	থোক	থোক	৯৩.১২	থোক	৪৫.৭৭
১৯	সিডি ভ্যাট	থোক	থোক	৪১০.০০	থোক	১১৪.৪১
	উপ-মোট (খ):			১৮৫০.০০		১৫০৬.৯৯
	মোট (ক+খ):			২৮৩২.২০		২৪৮৯.২৯

তথ্য সূত্র: পিসিআর অনুযায়ী

৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: প্রাপ্ত পিসিআর অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

৮.১ পটভূমি: সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেন্টার ও সাইবার ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হলে বাংলাদেশ পুলিশের বিজ্ঞান ভিত্তিক তদন্তের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেন্টার স্থাপন করে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন এর ক্রাইমসিন হতে আলামত জব্দ ও এর ফরেনসিক রিপোর্ট প্রদান করে সাইবার ক্রাইম মামলা তদন্তের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। একই সাথে হ্যাকিং মামলা, জংঙ্গি মামলা, পর্নোগ্রাফি মামলাসহ আইসিটি এ্যাক্ট এর সকল মামলা তদন্ত করা সম্ভব হবে। এমনকি প্রচলিত ক্লু-লেস মামলার তদন্ত সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেন্টার হতে দেয়া সম্ভব হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশে ডিজিটাল বিপ্লব শুরু হয়েছে। এর ফলে সাইবার সংক্রান্ত অপরাধ সংঘঠনের ঝুঁকি বেড়েছে।

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন এর ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা;
- আইসিটি অপারেশন বৃদ্ধিকল্পে বাংলাদেশ পুলিশে সাইবার ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা এবং
- উন্নয়ন সহযোগী দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বিনিময় করা।

৮.৩ প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যক্রম: প্রকল্পের মাধ্যমে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেন্টার ও সাইবার ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় দক্ষিণ কোরিয়াতে ০৬ (ছয়) জন আইটি এক্সপার্ট ০৫ (পাঁচ) মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। মিলব্যারাকে অবস্থিত একটি ভবনের ২য় ও ৩য় তলায় ১০৭০ বর্গমিটার আয়তনের নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত ভৌত কাঠামো ও প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আবাসন সুবিধা নির্মাণ করা হয়েছে। সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেন্টার ও সাইবার ট্রেনিং সেন্টার-এর জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, ইকুইপমেন্ট, ফার্নিচার ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সাইবার ক্রাইম স্ট্র্যাটিজি ফর বাংলাদেশ পুলিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.৪ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা : আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ২৮৩২.২০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪৩২.২০ লক্ষ টাকা ও ডিপিএ ২৪০০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পববর্তিতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদকাল জুন, ২০১৫ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৯। ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন : প্রকল্পটি দক্ষিণ কোরিয়ার সিংহভাগ অর্থায়নে বাস্তবায়িত একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। প্রকল্পে জিওবি অর্থায়নে মূলতঃ সিডি-ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। ভৌত নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণ-সেমিনারসমূহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সরাসরি বাস্তবায়ন করেছে বলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান।

১০। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে:

(ক) সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের টিপিপি পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
(ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা; এবং
(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

<u>পরিদর্শনকালে গৃহীত কিছু স্থিরচত্র:</u>

স্থিরচিত্র ১:সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেন্টারে স্থাপিত ডাটা আর্কাইভ সেন্টার

স্থিরচিত্র ২: মিলব্যারাকে নির্মিত সাইবার প্রশিক্ষণ সেন্টার

স্থিরচিত্র ৩:সাইবার প্রশিক্ষণ সেন্টারে চলমান প্রশিক্ষণ

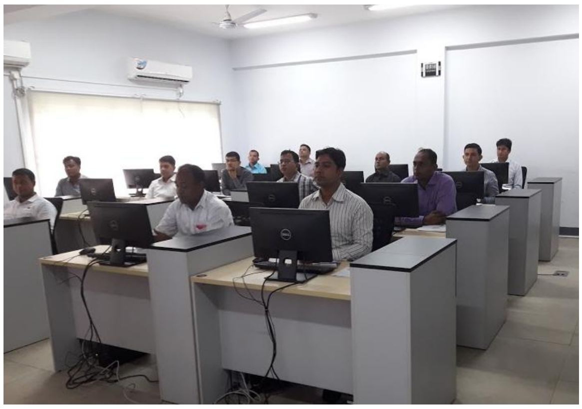

স্থিরচিত্র ৪:সাইবার প্রশিক্ষণ সেন্টারে চলমান প্রশিক্ষণ

স্থিরচিত্র ৫:সাইবার প্রশিক্ষণ সেন্টারে স্থাপিত জেনারেটর

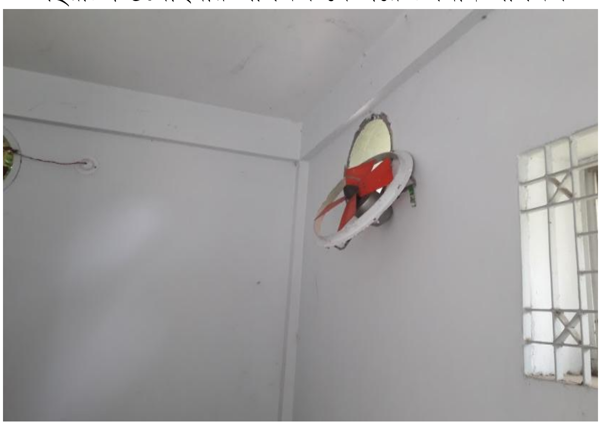

স্থিরচিত্র ৬: জেনারেটর রুমে স্থাপিত Exhost Fan

১১। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যঃ গত ১২/০৯/ ২০১৭ তারিখে প্রকল্পটির আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যবেক্ষন নিম্নরূপ:

ক) নির্মাণ কাজ: মিলব্যারাকে অবস্থিত একটি ভবনের ২য় ও ৩য় তলায় ১০৭০ বর্গমিটার আয়তনের নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত ভৌত কাঠামো ও প্রশিক্ষনার্থীদের জন্য আবাসন সুবিধা সৃজন করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকার মালিবাগস্থ সিআইডি হেডকোয়ার্টার্সের ৪র্থ তলায় সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ইন্টরিয়র রিনোভেশন এন্ড রিফার্বিশম্যান্ট করা হয়েছে।

খ) যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি: সাইবার ট্রেনিং সেন্টার এর জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, ইন্টারনেট লাইন স্থাপন, অন্যান্য সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম, ডাটা আর্কাইভ সেন্টার, কয়েকটি মূল্যবান প্রয়োজনীয় সফট্ওয়্যার, অন্যান্য সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেন্টারে কর্মরত কর্মকর্তাগণ জানান, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত সফট্ওয়্যারসমূহ হালনাগাদ থাকা এবং নতুন নতুন (আধুনিক) সফট্ওয়্যার সংগ্রহ ও ব্যবহার জরুরী। কিন্তু আধুনিক সফট্ওয়্যার নিয়মিত সংগ্রহ করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নেই। এছাড়া, সাইবার ক্রাইম বিষয়ক মামলার আলামত সংরক্ষণ করার জন্য ডাটা ব্যাংক পর্যাপ্ত নয়। যদিও এসব ডাটা বর্তমানে হার্ডড্রাইভ সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে, তথাপি পর্যাপ্ত ডাটা সংরক্ষণ করার জন্য ডাটা ব্যাংকের ক্যাপসিটি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

গ) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি: উক্ত প্রকল্পের আওতায় ০৬ (ছয়) জন আইটি এক্সপার্ট দক্ষিণ কোরিয়াতে ০৫ (পাঁচ) মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং ৫০০ (পাঁচ শত) জন তদন্ত কর্মকর্তাকে সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা থেকে আগত প্রশিক্ষণার্থীদের সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত দু ’টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ চলমান থাকতে দেখা গেছে। বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় বছরে ১২০০ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে (প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনীয় লজিস্টিক না থাকা, প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল না থাকা ইত্যাদি) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব হচ্ছে না বলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান।

ঘ) যানবাহন সংক্রান্ত তথ্যাদি: উক্ত প্রকল্পের আওতায় একটি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে যা বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানা যায়। কিন্তু গাড়িটি পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয়নি। গাড়িটি টিওই-ভুক্ত করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

ঙ) FAPAD অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি: প্রকল্প বাস্তবায়নালে অডিট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কিছু তথ্য অডিট টিম সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অডিট সম্পন্ন হয়নি এবং কোন অডিট রিপোর্ট পাওয়া যায়নি বলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান।

চ) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল্যায়ন: প্রকল্পের আওতায় Evaluation বাবদ ডিপিএ খাতে ৮০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল যা সম্পূর্ণ ব্যয় হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান যে, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার বিশেষজ্ঞ দল প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর প্রথম পর্যায়ে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশনে সিআইডি ’র সক্ষমতা Evaluation করেছে। উক্ত কাজেই সংস্থানকৃত অর্থ ব্যয় হয়েছে।

ছ) প্রকল্পের অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি: অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৩২.২০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি ৪৩২.২০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২৪০০.০০ লক্ষ টাকা (দক্ষিণ কোরিয়া)। প্রকল্প সাহায্যের অর্থ ডিপিএ হিসেবে পাওয়া গেছে এবং উন্নয়ন সহযোগী KOICA কর্তৃক উক্ত সংস্থানকৃত অর্থ ব্যয় হয়েছে।

১২। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:

মোট ২৮৩২.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল ২০১৩ হতে জুন ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পটি মোট ২৪৮৯.২৯ টাকা (প্রায় ৮৮%) ব্যয়ে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান। প্রকল্পের বছরভিত্তিক জিওবি এবং ডাইরেক্ট প্রকল্প সাহায্যের অর্থের সংস্থান, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত অর্থ, অর্থ ব্যয় এবং অব্যয়িত অর্থ সমর্পণের তথ্য নিম্নরুপ:

জিওবি অংশ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	মূল টিপিপি সংস্থান	সংশোধিত টিপিপি সংস্থান	সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ (জিওবি)	অবমুক্ত	মোট ব্যয়	সমর্পণকৃত অর্থ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২০১২-২০১৩	২.০০	-	-	-	-	-
২০১৩-২০১৪	৬.৮০	-	-	-	-	-
২০১৪-২০১৫	৪২৩.৪০	-	৭.৫৩	৭.৫৩	৭.৫৩	-
২০১৫-১৬	-	-	৪২৩.৬০	৪২৩.৬০	১২৮.৪৭	২৯৫.১৩
মোট:	৪৩২.২০	-	৪৩১.১৩	৪৩১.১৩	১৩৬.০০	২৯৫.১৩

ডিপিএ অংশ

(*১০০০০০)

অর্থবছর	মূল টিপিপি সংস্থান (টাকায়)	সংশোধিত টিপিপি সংস্থান	সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	অবমুক্ত	মোট ব্যয় (ইউ এস ডলার)	সমর্পণকৃত অর্থ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২০১২-২০১৩	০.০০	-	-	-	৫.৬৯	-
২০১৩-২০১৪	৯৯২.০০	-	-	-	৭.৭৮	-
২০১৪-২০১৫	১৪০৮.০০	-	-	-	১০.২৮	-
২০১৫-১৬	-	-	-	-	২.৫৬	-
মোট:	২৪০০.০০	-	-	-	২৬.৩২	-

তথ্য সূত্র: পিসিআর ও পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদী

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য: প্রকল্পের শুরু থেকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে জনাব শেখ মো: রেজাউল হায়দার, পিপিএম, বিশেষ পুলিশ সুপার, ঢাকা মেট্রো (উত্তর), বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ঢাকা দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

প্রকল্প পিসিআর এবং পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে অর্জিত ফলাফল নিম্নরুপ:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		অর্জিত ফলাফল	
(১)		(২)	
(ক)	২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ পুলিশের সাইবার	(ক)	সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেন্টার স্থাপন করা

	ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন এর ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা।		হয়েছে। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, বেশ কিছু সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
(খ)	আইসিটি অপারেশন বৃদ্ধিকল্পে বাংলাদেশ পুলিশে সাইবার ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা।	(খ)	সাইবার ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
(গ)	উন্নয়ন সহযোগী কোরিয়ার সাথে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বিনিময় করা।	(গ)	উন্নয়ন সহযোগী দক্ষিন কোরিয়ার সাথে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হয়েছে।

১৫। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ: প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৬। পরিদর্শনকালে চিহ্নিত সমস্যা:

১৬.১ প্রকল্প বাস্তবায়োনোত্তর পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল প্রয়োজন। জনবল সৃষ্ট সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণলয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। নতুন জনবল সৃষ্টি না হলে প্রকল্পের অর্জিত লক্ষ বজায় রাখা সম্ভব হবে না।

১৬.২ সাইবার ক্রাইম এর ধরন ও প্রকৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়। এ ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।

১৬.৩ আইসিটি টেকনোলজি প্রতিদিনই পরিবর্তন হচ্ছে ফলে বিদ্যমান ইকুইপমেন্ট বা সফটওয়ার দিয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সংগঠিত সাইবার অপরাধ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

১৬.৪ বিশ্বের কোন দেশই সাইবার অপরাধ তদন্তে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। বাংলাদেশের এই সেন্টারটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

১৬.৫ সাইবার ক্রাইম বিষয়ক মামলার আলামত সংরক্ষণ করার জন্য ডাটা ব্যাংক পর্যাপ্ত নয়। যদিও এসব ডাটা বর্তমানে হার্ড ড্রাইভ সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে, তথাপি পর্যাপ্ত ডাটা সংরক্ষণ করার জন্য ডাটা ব্যাংক/আর্কাইভ-এর ক্যাপসিটি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এছাড়া নির্মিত সেন্টারের এবং আর্কাইভের কিছু নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন যা অপ্রতুল মনে হয়েছে।

১৬.৬ আইসিটি বিভাগের আওতায় স্থাপিত জাতীয় ডাটা সেন্টার বা নির্মিতব্য Four Tier Data Centre এ সাইবার ক্রাইম বিষয়ক মামলার আলামত সংরক্ষণ করার বিষয়ে কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়নি।

১৬.৭ সাইবার ট্রেনিং সেন্টারের জন্য স্থাপিত জেনারেটর রুমের উত্তপ্ত বায়ু নির্গমণের জন্য স্থাপিত Exhost Fan সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়নি।

১৭। সুপারিশ:

১৭.১ প্রকল্প বাস্তবায়োনোত্তর সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেন্টার ও সাইবার ক্রাইম ট্রেনিং সেন্টার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি ও নিয়োগের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করতে হবে;

১৭.২ সাইবার ক্রাইম এর ধরন ও প্রকৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল বিবেচনায় দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের অনুরূপ ইউনিট/বিভাগের সাথে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে অভিজ্ঞাতা ও কারিগরি জ্ঞান আদান-প্রদানের মাধ্যমে সিআইডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি ও হালনাগাদ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৩ নিয়মিত আইসিটি ইকুইপমেন্ট ও সফট্ওয়ার সংগ্রহের লক্ষ্যে উন্নয়ন বাজেটের পাশাপশি অনুন্নয়ন বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

১৭.৪ চাঞ্চল্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

১৭.৫ সাইবার ক্রাইম বিষয়ক মামলার আলামত সংরক্ষণ করার জন্য পর্যাপ্ত ডাটা সংরক্ষণ করার জন্য ডাটা ব্যাংক/আর্কাইভ-এর ক্যাপসিটি বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং ব্যাংক/আর্কাইভ-এর কিছু নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে কোনভাবেই মামলার আলামত নষ্ট করা না যায়;

১৭.৬ আইসিটি বিভাগের আওতায় স্থাপিত জাতীয় ডাটা সেন্টার বা নির্মিতব্য Four Tier Data Centre এ সাইবার ক্রাইম

বিষয়ক মামলার আলামত সংরক্ষণ করার বিষয়টি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৭ সাইবার ট্রেনিং সেন্টারের জন্য স্থাপিত জেনারেটর রুমের উত্তপ্ত বায়ু নির্গমণের জন্য স্থাপিত Exhost Fan সঠিকভাবে স্থাপন করতে হবে;

১৭.৮ অনুচ্ছেদ ১৭.১ হতে ১৭.৭ এ উল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডি ’কে প্রতিবেদন জারীর ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।

দিনাজপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ (১ম সংশোধিত) -শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১.০ প্রকল্পের নামঃ : দিনাজপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ (১ম সংশোধিত)।

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ : কারা অধিদপ্তর।

৪.০ প্রকল্প এলাকাঃ : দিনাজপুর।

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)						
৮৪৭১.৬৬ ৮৪৭১.৬৬ (-)	৮৪৬৬.৯৮ ৮৪৬৬.৯৮ (-)	৮১৬৬.৪৩ ৮১৬৬.৪৩ (-)	জুলাই,০৯ হতে জুন, ২০১২	জুলাই,০৯ হতে জুন, ২০১৫	জুলাই,০৯ হতে জুন, ২০১৬	-	৪ বছর (১৩৩%)

৬.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন(PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম (সর্বশেষ আরডিপিপি অনুসারে)	একক	সর্বশেষ আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		পার্থক্যের কারণ
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমান)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
1.	PDs Salary	-	51.00	-	51.00	-	-
2.	PD office staffs' salary	-	19.50	-	19.50		-
3.	PD office expenditure	-	22.95	-	22.95		-
4.	Fuel for PD's vehicle	-	5.70	-	5.70		-
5.	Fuel for PWD vehicle	-	3.50	-	3.50		-
6.	Purchse of stationeries for Preparation/printing of DPP by PWD Project Division	-	2.25	-	2.25		-
7.	Preparation/printing of structural/electreical/plumbing design drawing, purchase of stationeries for PWD Design Division	-	2.00	-	2.00		-
8.	Preparation of tender document, inviting of tenders, purchase of stationeries etc. for PWD	-	5.50	-	5.50		

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম (সর্বশেষ আরডিপিপি অনুসারে)	একক	সর্বশেষ আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		পার্থক্যের কারণ
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমান)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
9.	Printing of Architectural drawing, purchase of stationeries for Deptt. Of Architecture	-	1.75	-	1.75		-
10.	Testing of soil & materials	-	5.50	-	5.50		
11.	Honorarium of TEC/PIC	-	2.50	-	2.50		
12.	Repair and maintenance of inspection vehicle of PWD	-	3.00	-	3.00		
13.	Junior consultants	-	-	-			
14.	**Sub-total(Revenue component)**		**125.15**		**125.15**		
15.	**(b) Capital component**						
16.	Construction of under trial Prisoners barrack (6 storied building with 6 storied foundation)	Sqm	2037.13	13570.80	2037.13	13570.80 (100%)	Actual need
17.	Construction of convicted Prisoners barrack (6 storied building with 6 storied foundation)	Sqm	1175.00	6257.46	1175.00	6257.46 (100%)	Actual need
18.	Construction of safe custody for female prisoners (1 storied building with 2 storied foundation)	Sqm	56.63	232.38	56.63	232.38 (100%)	Actual need
19.	Construction of Classified prisoners Barrack (1 storied building with 2 storied foundation)	Sqm	75.00	260.26	75.00	260.26 (100%)	Actual need
20.	Construction of Juvenile prisoners’ barrack (1 storied building with 2 storied foundation)	Sqm	96.92	351.35	96.62	351.35 (100%)	Due to Quoted rate less (0.30)
21.	Construction of MI unit for female prisoners (1 storied building with 2 storied foundation)	Sqm	41.33	139.43	41.33	139.43 (100%)	Actual need
22.	Construction of 75-bed hospital (2 storied building with 4 storied foundation)	Sqm	280.00	1394.26	280.00	1394.26 (100%)	Actual need
23.	Construction of kitchen building (1 storied building with 1 storied foundation)	Sqm	88.00	441.52	88.00	441.52 (100%)	Actual need
24.	Construction of case table (1 storied building with 1	Sqm	42.00	241.67	42.00	241.67 (100%)	Actual need

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম (সর্বশেষ আরডিপিপি অনুসারে)	একক	সর্বশেষ আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		পার্থক্যের কারণ
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমান)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	storied foundation)						
25.	Construction of store building/ Go-down (1 storied building with 2 storied foundation)	Sqm	130.00	655.30	130.00	655.30 (100%)	Actual need
26.	Construction of worksheet (1 storied building with 1 storied foundation)	Sqm	286.00	1538.48	285.98	1538.48 (100%)	-0.02
27.	Construction of 18'-0" height Perimeter wall in/c. 23'-0" Height 'D' wall wall	Rm	380.62	947.88	380.62	947.88 (100%)	Actual need
28.	Construction of 8'-0" height Segregation wall 32'.03"	Rm	140.00	1481.00	140.00	1481.00 (100%)	Actual need
29.	Construction of 3'-0" Wide RCC walk way (outside and inside P. wall)	Sqm	32.03	2206.06	32.03	2206.06 (100%)	Actual need
30.	Construction of Drainage system	Ls	30.00	Ls	30.00	Ls (100%)	Actual need
31.	Constriction of R.C.C road	Sqm	112.36	5300.00	112.36	5300.00 (100%)	Actual need
32.	Constriction of Warden Barrack (4 storied building with 6 storied foundation)	Sqm	263.37	1342.51	263.37	1342.51 (100%)	Actual need
33.	Construction of 1000 sft quarter (3 units) (3 storied building with 4 storied foundation)	Sqm	81.50	348.57	81.50	348.57 (100%)	Actual need
34.	Construction of 800 sft. Quarter (20units) (5 storied building with 6 storied foundation)	Sqm	305.00	1719.60	305.00	1719.60 (100%)	Actual need
35.	Construction of 600 sft. Quarter (80 units) (5 storied building with 6 storied foundation)	Sqm	855.00	4717.25	855.00	4717.25 (100%)	Actual need
36.	Construction of food godown (1 storied building with 2 storied foundation)	Sqm	125.70	655.30	125.70	655.30 (100%)	Actual need
37.	Construction of Guard room (1 storied building with 1 storied foundation)	Sqm	20.02	69.71	20.02	69.71 (100%)	Actual need
38.	Construction of watch towed	Nos	80.00	3.00	80.00	3.00 (100%)	Actual need
39.	Construction of Saluting	Sqm	4.50	21.00	4.50	21.00	Actual

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম (সর্বশেষ আরডিপিপি অনুসারে)	একক	সর্বশেষ আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		পার্থক্যের কারণ
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমান)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	Dias					(100%)	need
40.	Construction of Sentry Box	Sqm	3.49	17.00	3.49	17.00 (100%)	---
41.	Construction of RCC Boundary wall with Barbed wire fencing and 3 nos gates	Sqm	105.50	1908.60	105.50	1908.60 (100%)	Actual need
42.	Construction of Bituminous Carpeting road (2133 sqm) and 3 nos. RCC culvert	Sqm	85.55	4860.64	85.55	4860.64 (100%)	Actual need
43.	External water supply	Ls	57.00	Ls	57.00	Ls (100%)	Actual need
44.	External Electrification	Ls	235.00	Ls	234.91	Ls (100%)	-0.09
45.	Construction of substation building	Sqm	11.37	50.00	11.37	50.00 (100%)	Actual need
46.	Arboriculture	Ls	5.00	Ls	4.93	Ls (100%)	Due to quoted rate less (-0.07)
47.	Demolition of existing structures	Ls	4.00	Ls	4.00	Ls (100%)	Actual need
48.	Computer with accewssories-5 nos. (2 nos. for jail office, 1 no. for PD, 1 no. for PWD, 1 no. for Deptt. Of Architecture)	Nos	5.00	5	5.00	5 (100%)	Actual need
49.	FAX -2 nos. (1 no. for PD office, 1 no. for Jail office & 1 no. for PWD)	Nos	0.40	2	0.40	2 (100%)	Actual need
50.	Photocopier-3 nos. (1 no. for PD office, 1 no, for Jail office & 1 no. for PWD)	Nos	7.50	3	5.50	3 (100%)	Due to quoted rate less (-0.02)
51.	Jeep for PD	Nos	30.00	1	27.28	1 (100%)	-2.72
52.	Motor cycle for PWD-2 nos.	Nos	3.00	2	3.00	2 (100%)	Actual need
53.	Furniture for Jail & Hospital	Nos	94.66	722.00	86.83	722.00 (100%)	7.83
54.	Equipment for hospital	Nos	32.00	1527.00	32.00	1527.00 (100%)	Actual need
55.	Equipment for Jail authority	Nos	120.00	34.00	95.70	34.00 (100%)	24.30
56.	***New Items as per RDPP***		---	---			Actual

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম (সর্বশেষ আরডিপিপি অনুসারে)	একক	সর্বশেষ আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		পার্থক্যের কারণ
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমান)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
							need
57.	Shifting and reconstruction of gallows	Sqm	7.00	27.88	7.00	27.88 (100%)	Actual need
58.	Renovation of existing hospital building	Sqm	50.00	870.40	50.00	870.40 (100%)	Actual need
59.	Construction reserve guard shed	Sqm	8.85	27.87	8.85	27.87 (100%)	Actual need
60.	Vertical extension of existing female prisoners barrack	Sqm	46.63	284.15	46.63	284.15 (100%)	Actual need
61.	Vertical extension of existing gate barrack	Sqm	108.00	997.00	108.00	997.00 (100%)	Actual need
62.	Renovation of existing building	Sqm	35.00	1389.14	35.00	1389.14 (100%)	Actual need
63.	Retaining wall around the pond	Rm	6.80	30.00	6.80	30.00 (100%)	Actual need
64.	Garage (5 nos)	Sqm	25.19	122.64	25.19	122.64 (100%)	Actual need
65.	Horizontal extension and modernization of existing mosque	Sqm	30.00	211.35	30.00	211.35 (100%)	Actual need
66.	Parade ground	Sqm	33.76	1848.75	33.76	1848.75 (100%)	Actual need
67.	Multipurpose hall	Sqm	135.00	483.00	134.30	483.00 (100%)	-0.70
68.	Garden fencing	Sqm	10.00	61.54	10.00	61.54 (100%)	Actual need
69.	Site improvement	Cum	45.49	23095.00	45.49	23095.00 (100%)	Actual need
70.	Sub Total (Capital Component)		8079.30				Actual need
71.	Physical Constingency @ 1% on		41.02				-41.01
72.	Price Contingency @ 3%		221.51				-22.51
	Grand Total(a+b+c+d)	**-**	**8466.98**	**-**	**8166.43**	**-**	**-300.55**

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ

প্রায় ১২০ বছর আগে নির্মিত দিনাজপুর জেলা কারাগারটির অবকাঠমো গণপূর্ত অধিদপ্তর ১৯৮৫ সালে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে। ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষিত স্থাপনাগুলো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ায় দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা বিরাজ করেছিল। ফলশ্রুতিতে দিনাজপুর জেলা কারাগারের প্রশাসনিক কাজকর্ম সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে পরিচালনা এবং আটক বন্দীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত তথা যে কোন ধরণের অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে এবং কারাবন্দীদের স্থান সংকুলানসহ জেলার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে প্রথমে ১০০০ জন বন্দী ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কারাগার

নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০০০ জন বন্দী ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের ৬২১৫.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ডিপিপিটি পরিকল্পনা কমিশন কতৃক যাচাইপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক ২০০৮ সালের সিডিউল রেট অনুযায়ী ডিপিপি পুনঃগঠন করা হয়, যার প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়ায় ৮৪৭১.৬৬ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২ অর্থাৎ ০৩ (তিন) বছর নির্ধারণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পটি গত ১৩/০৭/২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।পরবর্তীতে ৮৪৬৬.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০০৯ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। অতঃপর প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ (এক) বছর বর্ধিত করা হয়।

৭.২ উদ্দেশ্যঃ

দিনাজপুর জেলার ১২০ বছরের পুরাতন কারাগারটি পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে সেখানকার কারাবন্দী ও কর্মকর্তা/কর্মচারিদের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করাই এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য।

৭.৩ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

দিনাজপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ -শীর্ষক প্রকল্পটি উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে মোট ৮৪৭১ .৬৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে জুলাই, ২০০৯ হতে জুন,২০১৫ মেয়াদে ৮১৬৬.৪৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। অতঃপর জুন ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ (এক) বছর মেয়াদ বর্ধিত করা হয়।

৭.৪ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হচ্ছে আন্ডার ট্রায়াল প্রিজন ব্যারাক ভবন নির্মাণ (৬তলা ভিত্তির উপর ৬ তলা), কনভিকটেড প্রিজনার ব্যারাক ভবন নির্মাণ (৬ তলা ভিত্তির উপর ৬ তলা), মহিলা প্রিজনারদের জন্য সেফ কাস্টাডি নির্মাণ (২ তলা ভিত্তির উপর ১ তলা), মহিলা প্রিজনারদের জন্য এমআই ইউনিট (২ তলা ভিত্তির উপর ১ তলা), কেচ টেবিল নির্মাণ (১ তলা ভিত্তির উপর ১ তলা), স্টোর বিল্ডিং/গোডাউন নির্মাণ (২ তলা ভিত্তির উপর ১ তলা), ওয়ার্কশেড নির্মাণ (১ তলা ভিত্তির উপর ১ তলা), ১৬ ফুট উচ্চতা পেরিমিটার ওয়াল, ৮ ফুট উচ্চতা সেগরিগেশন ওয়াল, ৩ ফুট প্রশস্ত আরসিসি ওয়ার্কওয়ে নির্মাণ, ড্রেনেজ সিস্টেম নির্মাণ, আরসিসি রোড নির্মাণ, ওয়ারডেন ব্যারাক নির্মাণ (৬ তলা ভিত্তির উপর ৪ তলা), ১০০০ বঃফুঃ কোয়ার্টার নির্মাণ (৩ ইউনিট) (৪ তলা ভিত্তির উপর ৩ তলা), ৮০০ বঃফুঃ কোয়ার্টার নির্মাণ (২০ ইউনিট) (৬ তলা ভিত্তির উপর ৫ তলা), ৬০০ বঃফুঃ কোয়ার্টার নির্মাণ (৮০ ইউনিট) (৬ তলা ভিত্তির উপর ৫ তলা), ফুড গোডাউন নির্মাণ (২ তলা ভিত্তির উপর ১ তলা), গার্ড রুম নির্মাণ (১তলা ভিত্তির উপর ১ তলা), ওয়াচ টাওয়ার, স্যালুটিং ডায়াস, সেন্ট্রি বক্স নির্মাণ, কাঁটা তারের বেড়াসহ আরসিসি বাউন্ডারী ওয়াল এবং ৩টি গেট নির্মাণ, বিটুমিনাস কার্পেটিং এবং আরসিসি, কালভার্ট নির্মাণ, বিদ্যুতায়ন ও পানি সরবরাহ, সাব- স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ, আরবরিকালচার, বিদ্যমান অবকাঠমো অপসারণ, যন্ত্রাংশসহ কম্পিউটার, ফ্যাক্স ও ফটোকপিয়ার সংগ্রহ, ১টি জীপ, ২টি মোটর সাইকেল, আসাবাবপত্র, ইত্যাদি।

৭.৫ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ

প্রকল্প মেয়াদে নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল		মন্তব্য
		শুরু	পর্যন্ত	
০১	জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির	২০/০৮/২০০৯	২৪/০৭/২০১০	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০২	জনাব মৃদুল কান্তি ঘোষ	২৫/০৭/২০১০	৩০/০৬/২০১৬	পুর্ণকালীন

?.? <u>????????? ?????? ? ????????? ????????</u>

প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৮১৬৬.৪৩ লক্ষ টাকা।মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি মোট৮১৬৬.৪৩ লক্ষ টাকা (৯৬.৩৯%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৪-২০১৬ বছর পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
	মোট টাকা	টাকা	মোট
২০০৯-১০	৩২৫.০০	৩২৫.০০	৩২০.৯৫
২০১০-১১	১২০০.০০	১২০০.০০	১১৯৩.৯৯
২০১১-১২	১৩১৭.০০	১৩১৭.০০	১৩১৬.৭৭
২০১২-১৩	১৭০০.০০	১৭০০.০০	১৬৮৭.৪৪
২০১৩-১৪	১২২৫.০০	১২২৫.০০	১২২৪.৪৭
২০১৪-১৫	১৯০০.০০	১৯০০.০০	১৭৪৮.৯০
২০১৫-১৬	৭১২.০০	৭১২.০০	৬৭৩.৯২
মোট	৮৩৭৯.০০	৮৩৭৯.০০	৮১৬৬.৪৩ (৯৬.৩৯%)

৮.০ <u>প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ</u>

৮.১ প্রকল্প পরিদর্শনঃ প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক ১০/০৯/২০১৭তারিখ **সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ পিডব্লিউডি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে জেল সুপার, দিনাজপুর জেলা কারাগার , জেলার দিনাজপুর জেলা কারাগার, নির্বাহী প্রকৌশলী পিডব্লিউডি, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী পিডব্লিউডি, উপসহকারি প্রকৌশলী পিডব্লিউডি ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বরত কর্মকর্তা/কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।**

৮.২ পর্যবেক্ষণঃ

৮.২.১ সরেজমিন পরিদর্শনের সময় কারাগারের আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার ব্যারাক ভবন (৬তলা ভিতের উপর ৬ তলা) সহ অধিকাংশ ভবন গুলোর দেয়ালে ড্যাম্প ও দাগ দেখা গেছে এবং কিছু দেয়ালের বাইরের দিকের প্লাস্টার নষ্ট হয়ে গর্ত হয়ে গেছে। কারাগারের ভেতর সেগ্রিগেশন ওয়াল গুলোর কিছু কিছু যায়গায় ফাটল ও ভাঙ্গা পরিলক্ষিত হয়েছে। নির্মাণকালীন সময়ে যথাযথভাবে কিউরিং না করার কারণে এ ধরনের সমস্যা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া বিভিন্ন ভবনের সাথে কলাপসিবল গেট লাগানোর পর লাগানোর স্থানে ওয়াল ফিনিশিং ও রঙ করা হয়নি, ফলে ভবনে ঢুকতেই ওয়ালে সিমেন্টের দাগ দেখা যায়। কারাগারের আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার ব্যারাক ভবনে যাওয়ার পথে ১ নং সেগ্রিগেশন ওয়ালের সাথে নির্মিত (১নং গেট) গেটের উচ্চতা (৬ফুট) কম হওয়ায় এর ভেতর দিয়ে মাথা নিচু করে যেতে হয়। কারাগারের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ জানান যে, এ গেইট দিয়ে চলাচল করতে তাদের অসুবিধা হয়। ক্রুটিপূর্ণ এ গেইটটি ভেঙ্গে পুনরায় সঠিক মাপে নির্মাণ করা প্রয়োজন মর্মে কারাগারের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ উল্লেখ করেন। বর্তমানে আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার ব্যারাক ভবনগুলোতে সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন উভয় ধরনের আসামী রাখা হচ্ছে। কারাগারে জনবলের স্বল্পতা ও সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের সংখ্যা কম হওয়ায় সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন উভয় ধরনের আসামী পৃথকভাবে আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার ব্যারাক ভবনে রাখা হচ্ছে মর্মে জানা যায়। সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের জন্য নির্মিত ব্যারাক গুলো বর্তমানে আপাততঃ অব্যবহৃত অবস্থায় আছে।কারাগারে নতুন জনবল নিয়োগ হলেই এ সমস্যা থাকবে না বলে জেল সুপার জানান। জেল সুপারের কার্যালয়ের এক তলা গেট বিল্ডিং এর ভার্টিকেল এক্সটেনশন কাজের জেলের ভেতরের দিকে ভবনের বাইরের ওয়ালের ফিনিশং কাজ মান সম্পন্ন হয়নি। কারাগারের প্রধান গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে পেছনে বিল্ডিং এর দিকে তাকালে দেখা যাবে একজিস্টিং বিল্ডিং ও ভার্টিকেল এক্সটেনশন কাজের সংযোগস্থল উচু-নিচু বা লেভেলিং সমান হয়নি। দেয়ালের প্লাস্টার অ-মশ্রীন হয়েছে এবং প্লাস্টারে ফাটা দাগ পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ভবনের সাথে সংযুক্ত ১৮ ফুট উচু প্রচীর/দেয়ালের প্লাস্টার খুলে পড়ার উপক্রম হয়েছে এবং দেয়ালে ফাটল পরিলক্ষিত হয়েছে।

৮.২.২ এক তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট এক তলা কেস টেবিল বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজের মান ভাল হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে এক তলা এ কেস টেবিল বিল্ডিং এর চার দিকে কোন ওয়াল দেয়া হয়নি। ফলে ঝর বৃষ্টি বা প্রবল বৃষ্টির সময় ভেতরে বৃষ্টির পানি চলে আসে। এতে নতুন আগত আসামীদের কেস সংগ্রহ কাজে অসুবিধা হয়। তাছাড়া চার দিকে সিমেন্টের বসার বেঞ্চ নির্মাণ করা হলেও ভেতরে কোন টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা না থাকায় কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মেঝেতে বসে কাজ করতে অসুবিধা হয় বলে কারাগারের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সাথে আলাপ-আলোচনায় জানা যায়। ভেতরেও সিমেন্টের টেবিল ও চেয়ার নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন বলে তাঁরা জানান। কারাগারের পুরুষ ও মহিলা সাক্ষাতকার কক্ষের মেঝের প্লাস্টার নষ্ট হয়ে ভেতরের পাথর বা সুরকি বেড়িয়ে পড়েছে। যেখানে আসামীরা দাঁড়িয়ে স্বজন্দের সাথে কথা বলেন সেখানকার জানালার নীচের অংশের সিমেণ্ট/প্লাস্টার ভেঙ্গে গেছে, বৈদ্যুতিক ফিটিংস খুলে গেছে, সাক্ষাতকার কক্ষের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরাটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তা খুলে ফেলা হয়েছে, দরজার কাঠের পাল্লা বাঁকা হওয়ায় ছিটকানি লাগানো যায় না কিংবা লাগাতে কষ্ট হয়। সাধারণতঃ দরজায় সীজনকৃত কাঠ ব্যবহার না করায় এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। কারাগারের ২য় তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস হল সরেজমিন পরিদর্শনের সময় হলের ভেতরের দিকে সিলিং- এ ড্যাম্প বা পানির দাগ দেখা যায়। দোতালায় উঠার সিড়ির দেয়ালেও ড্যাম্প পরিলক্ষিত হয়। কারাগারে নির্মিত উৎপাদন বিভাগ ৪টি দোতলা বিশিষ্ট ভবন ও সাজা প্রাপ্ত আসামীদের ব্যারাক ভবন জনবলের অভাবে বর্তমান অব্যবহৃত রয়েছে। এ উৎপাদন বিভাগে সাজা প্রাপ্ত আসামীদেরকে দিয়ে বিভিন্ন পন্যসামগ্রী উৎপাদনের সুযোগ থাকলেও তা জনবলের অভাবে চালু করা যাচ্ছে না মর্মে জেল সুপার জানান। নতুন জনবল নিয়োগ হলেই এ উৎপাদন বিভাগ চালু করা যাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ প্রকল্পের আওতায় থেকে কারাগারের নিরাপত্তার জন্য কারাগারের বিভিন্ন পয়েন্টে **৩১**টি সিসিটিভি ক্যামেরা সংগ্রহ ও স্থাপন করা হয়। জেলা সুপার জানান যে স্থাপনকৃত এ ক্যামেরা গুলো হঠাৎ মে ২০১৬ মাসের দিকে থান্ডারিং-এ খারাপ হয়ে পড়ে। বিষয়টি প্রকল্প অফিসকে অবহিত করা হয় এবং পরবর্তীতে এ ক্যামেরা গুলো মেরামতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৯টি ক্যামেরা মেরামত করে লাগানো হয়েছে, বাকী ক্যামেরা গুলো মেরামতের পর লাগানো যাবে মর্মে তিনি জানান।

৯. ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল নির্মাণকাজ/মালামাল ক্রয় করা হয়েছে তা পিপিআর অনুসারে টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে যথাযথ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে বিভাগ/সংস্থা বহির্ভূত অন্যান্য বিভাগ/সংস্থার ২ (দুই) জন সদস্য নিয়মানুয়ায়ী অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।

১০. অডিট নিস্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

প্রেরিত পিসিআরের অনুচ্ছেদ-এফ (Monitoring & Auditing after Implementation) 2 .1 Internal Audit and 2 .2 External Audit- এ ১টি করে ২টি অডিট আপত্তির কথা উল্লেখ রয়েছে এবং এ গুলো নিস্পত্তি (Resolved) হয়েছে মর্মে লেখা আছে। কিন্তু সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় ২০১৪-১৬ ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ২টি অডিট আপত্তি রয়েছে এবং এগুলো এখনও নিস্পত্তি হয়নি।

১১. প্রকল্পের *??????*্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) দিনাজপুর জেলার ১২০ বছরের পুরাতন কারাগারটি পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে সেখানকার কারাবন্দী ও কর্মকর্তা/কর্মচারিদের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করাই এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য।	**ক) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন অবকাঠামো যেমনঃ প্রিজনার ব্যারাক ভবন, মহিলা প্রিজনার'স সেফ কাস্টডি, ও এমআই ইউনিট, কর্মকর্তা/কর্মচারিদের আবাসিক কোয়াটার, স্টোর/গোডাউন, গার্ড রুম, ওয়াচ টাওয়ার, বাউন্ডারি/দেয়াল,কালভার্ট, বিদ্যুতায়ন ও পানি সরবরাহ, হাসপাতাল ইত্যাদি পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে সেখানকার জেলখানার বিভিন্ন পর্যায়ের বন্দী ও কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অতিতের চেয়ে বর্তমানে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।**
খ) প্রকল্পের আওতায় অধিকাংশ অবকাঠামো পুনঃনির্মাণ একজিস্টিং কারাগার ক্যাম্পাসের ভেতর করতে হবে।	**খ) প্রকল্পের আওতায় সকল অবকাঠামো একজিস্টিং কারাগার ক্যাম্পাসের ভেতরেই পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে।ফলে প্রকল্পের এ উদ্দেশ্যও অর্জিত হয়েছে।**

??.? ???????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ????? ???????? ???

??.? **সাধারণ সমস্যাঃ**

১৩.১ কারাগারের অধিকাংশ ভবন গুলোর দেয়ালে ড্যাম্প ও দাগ এবং কিছু দেয়ালের বাইরের দিকের প্লাস্টার নষ্ট হয়ে গর্ত হয়ে গেছে। সেগ্রিগেশন ওয়াল গুলোতে কিছু কিছু যায়গায় ফাটল ও ভাঙ্গা পরিলক্ষিত হয়েছে। ভবনের সাথে কলাপসিবল গেট লাগানোর পর লাগানোর স্থানে ওয়াল ফিনিশিং ও রঙ করা হয়নি, ফলে ভবনে ঢুকতেই ওয়ালে সিমেন্টের দাগ দেখা যায়। এতে ভবনের সৌন্দর্য্য হানি হয়েছে।

১৩.২ ১ নং সেগ্রিগেশন ওয়ালের সাথে নির্মিত (১নং গেট) গেটের উচ্চতা কম হওয়ায় এর ভেতর দিয়ে মাথা নিচু করে যেতে হয়। ফলে কারাগারের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের এ গেট দিয়ে চলাচল করতে অসুবিধা হয়।

১৩.৩ কারাগারে জনবলের স্বল্পতা ও সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের সংখ্যা কম হওয়ায় সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন উভয় ধরনের আসামী পৃথকভাবে আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার ব্যারাক ভবনে রাখা হচ্ছে। সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের জন্য নির্মিত ব্যারাক গুলো বর্তমানে অব্যবহৃত অবস্থায় আছে।

১৩.৪ কারাগারের জেল সুপারের কার্যালয়ের এক তলা গেট বিল্ডিং এর ভার্টিকেল এক্সটেনশনের একজিস্টিং বিল্ডিং ও ভার্টিকের এক্সটেনশন কাজের সংযোগস্থল উচু-নিচু বা লেভেলিং সমান হয়নি। দেয়ালের প্লাস্টার অমসৃন হয়েছে এবং প্লাষ্টারে ফাটা দাগ পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ভবনের সাথে উচু প্রচীর /দেয়ালের প্লাস্টার খুলে পড়ার উপক্রম হয়েছে এবং দেয়ালে ফাটল পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৩.৫ এক তলা কেস টেবিল বিল্ডিং এর চার দিকে কোন ওয়াল দেয়া হয়নি।ফলে ঝর বৃষ্টি বা প্রবল বৃষ্টির সময় ভেতরে বৃষ্টির পানি চলে আসে। এতে নতুন আগত আসামীদের কেস সংগ্রহ কাজে অসুবিধা হয়। চার দিকে সিমেন্টের বসার ব্রেঞ্চ নির্মাণ করা হলেও ভেতরে কোন টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা না থাকায় কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মেঝেতে বসে কাজ করতে অসুবিধা হয়।

১৩.৬ কারাগারের পুরুষ ও মহিলা সাক্ষাতকার কক্ষের মেঝের প্লাস্টার নষ্ট হয়ে ভেতরের পাথর বা সুরকি বেড়িয়ে পড়েছে। যেখানে আসামীরা দাঁড়িয়ে স্বজন্দের সাথে কথা বলেন সেখানকার জানালার নীচের অংশের সিমেন্ট/প্লাস্টার ভেংগে গেছে, বৈদ্যুতিক ফিটিংস খুলে গেছে, দরজার কাঠের পাল্লা বাঁকা হওয়ায় ছিটকানি লাগানো যায় না কিংবা লাগাতে কষ্ট হয়।

১৩.৭ মাল্টিপারপাস হলের সিলিং- এ ড্যাম্প বা পানি দাগ দেখা গেছে। দোতালায় উঠার সিড়ির দেয়ালেও ড্যাম্প পরিলক্ষিত হয়।

১৩.৮ কারাগারে নির্মিত উৎপাদন বিভাগ ও সাজা প্রাপ্ত আসামীদের ব্যারাক ভবন জনবলের অভাবে বর্তমান অব্যবহৃত রয়েছে। এ উৎপাদন বিভাগে সাজা প্রাপ্ত আসামীদেরকে দিয়ে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের সুযোগ থাকলেও তা জনবলের অভাবে চালু করা যাচ্ছে না।

১৩.৯ কারাগারের বিভিন্ন পয়েন্টে ৩১টি সিসিটিভি ক্যামেরা হঠাৎ মে ২০১৬ মাসের দিকে থান্ডারিং-এ খারাপ হয়ে পড়ে মর্মে জানা যায়। সব গুলো ক্যামেরা এখনো মেরামত করা হয়নি।

১৪.০ সুপারিশঃ

১৪.১ কারাগারের বিভিন্ন ভবনের দেয়ালের ও সিলিং-এর ড্যাম্প, দাগ, ওয়ালের ফাটল, নষ্ট প্লাস্টারকাঠের দরজা/পাল্লা, বৈদ্যুতিক ফিটিংস, রংয়ের কাজ, ফিনিসিং ইত্যাদি জরুরী ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের মাধ্যমে মেরামত/সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক;

১৪.২ কারাগারের আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার ব্যারাক ভবনে যাওয়ার পথে ১ নং সেগ্রিগেশন ওয়ালের সাথে নির্মিত (১নং গেট) গেটটি সঠিক মাপে পুনঃনির্মাণ করা প্রয়োজন;

১৪.৩ ঝড় বৃষ্টি বা প্রবল বৃষ্টির সময় কেস টেবিল বিল্ডিং এর ভেতরে যাতে বৃষ্টির পানি না আসতে পারে সে জন্য কেস টেবিল বিল্ডিং এর চার দিকে ওয়াল দেয়া প্রয়োজন এবং ভেতরে কাজের সুবিধার্থে টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে;

১৪.৪ কারাগারের নিরাপত্তা নিশ্চিতের স্বার্থে নষ্ট হয়ে পড়া সিসিটিভি ক্যামেরা গুলো জরুরী ভিত্তিতে মেরামতপূর্বক সেগুলো দ্রুত যথাস্থানে স্থাপন করা প্রয়োজন। এ ক্যামেরা গুলো প্রকৃতই থান্ডারের কারণে নষ্ট হয়েছে, নাকি

ঠিকাদার কর্তৃক নিম্ন মানের ক্যামেরা সরবরাহ করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক খতিয়ে দেখে তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৪.৫ কারাগারের জনবলের অভাব দূর করে দ্রুত উৎপাদন বিভাগ ও সাজা প্রাপ্ত আসামীদের ব্যারাক চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৪.৬ প্রকল্পের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পন্নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৪.৭ উল্লিখিত সুপারিশসমূহের উপর গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক আইএমইডি 'কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদরে ৭৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন
-শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১.০	নামঃ		**দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/ স্থানে ৭৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন।**
২.০	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ		**স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।**
৩.০	বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ		**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর।**
৪.০	প্রকল্প এলাকাঃ		দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৭৬ টি স্থানে।
৫.০	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ		

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৪৬৭৫.৮১ ১৪৬৭৫.৮১ (-)	২৮১৭১.৯৭ ২৮১৭১.৯৭ (-)	২৫৫৭৯.২০ ২৫৫৭৯.২০ (-)	জুলাই,১৯৯৮ হতে জুন, ২০০৩	জুলাই, ১৯৯৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫	জুলাই, ১৯৯৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫	-	১২ বছর (২২০%)

*** প্রকৃত ব্যয় মূল প্রকল্প ব্যয়ের অপেক্ষা ১৩৪৯৬.১৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।**

৬.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):
(ব্যয় লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	Land Acqusition	১১২৩.৮৭	২২.৯৪ একর	৮৪১.৪৮	২২.৬১ একর
২.	Land Development	৪৫৬.৫১	-	৪১৯.৯৪	-
৩.	Civil Works	৯৬৯৭.৮২	-	৯৩৪২.২৭	-
৪.	Machinery & Equipment	১৩৪৫৫.৮১	Wt-69 TV-26 Pump-96 Rescue fire com. Vehicle-19 Fire floot-3 Pontoon-3	১২৯৪৬.২২	Wt-69 TV-26 Pump-96 Rescue fire com. Vehicle-19 Fire floot-3 Pontoon-3
৫.	C.D VAT & Other.	২৭০০	-	১৪০০	-
৬.	Furniture	২৭৯.১৩	-	২৭৯.১৩	-
৭.	Transport Vehicle	৩৬.৫৯	-	৩৬.৫৯	-
৮.	Pay & Allowances	৭৯.৪১	-	৬৩.৬৯	-
৯.	Vehicle Reg. Fee, Telephone. Power &Fuel, Commission, Insurance, Port charge & others revenue component etc.	১২৪.২৯	-	১১৯.১০	-

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১০.	Soil test	৩৮.২৮	-	১.৭৫	-
১১.	Honorarium	১.৭১	-	১.৫১	-
১২.	Wireless Tower Fitting, Fixing & etc.	১২৩.৫৩	৬৯ স্টেশন	১২২.৫০	৬৯ স্টেশন
১৩.	Purchases of Photocopy machine, Computer, Fax & stationary	৫.০২	Comp-2 Photo-2 Fax-2	৫.০২	Comp-2 Photo-2 Fax-2
১৪.	Price Contingency	৫০.০০	-	-	-
১৫.	সর্বমোট	২৮১৭১.৯৭		২৫৫৭৯.২০	-

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ দেশের উপজেলা সদরগুলোতে হালকা ও মাঝারী ধরনের শিল্প কারখানা, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন অফিস ভবন, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি নানা ধরনের অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। ফলে এখানে জনবসতিও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। এ সকল অবকাঠামো এবং জনগণের জান-মাল বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অগ্নিকান্ড থেকে রক্ষা করার জন্য ফায়ার সার্ভিসের গুরত্ব অপরিসীম। এ বিবেচনায় দেশের সদর ও গুরত্বপূর্ণ স্থানে ৭৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন করার নিমিত্ত এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ উদ্দেশ্যঃ দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় অগ্নিকান্ড ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে জান-মাল রক্ষার জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৭.৩ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি ১৪৬৭৫.৮১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ১৯৯৮ থেকে জুন, ২০০৩ মেয়াদে গত ১৯.১২.২০০০ তারিখে একনেক কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১৬৯৬৮.৬৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ১৯৯৮ থেকে জুন, ২০০৮ মেয়াদে ১ম সংশোধন করা হয়। প্রকৃল্পের ২য় সংশোধন ২৮২৮৫.৩২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ১৯৯৮ থেকে জুন, ২০১২ মেয়াদে সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে ২৮১৭১.৯৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ১৯৯৮ থেকে জুন, ২০১৫ মেয়াদে প্রকল্পের ৩য় সংশোধন করা হয়। সর্বশেষ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুলাই, ১৯৯৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৫ মেয়াদ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৭.৪ <u>প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ</u>

- **জমি অধিগ্রহণ;**
- **ভৌত কাজ (ফায়ার সার্ভিস ভবন, ড্রেন ও ফুয়েল সেড নির্মাণ);**
- **যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম;**
- **সিডি ভ্যাট;**
- **রাজস্ব-বেতন ভাতাতি, ষ্টেশনারীজ ইত্যাদি।**

৭.৫ <u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ</u>

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় কারা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্র. নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	কার্যকাল		মন্তব্য
		শুরু	পর্যন্ত	
০১	জনাব মোঃ কাজিম উদ্দীন নির্বাহী প্রকৌশলী (বিসিএস	১৭/০৯/৯৮	০৫/০১/৯৯	পূর্ণকালীন

ক্র. নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	কার্যকাল		মন্তব্য
		শুরু	পর্যন্ত	
	PWD)			
০২	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন পরিচালক, ডিটিপি	০৬/০১/৯৯	৩০/০৬/৯৯	খন্ডকালীন
০৩	জনাব মোহাম্মদ আলী পরিচালক, ডিটিপি	০১/০৭/৯৯	৩০/০৩/২০০০	খন্ডকালীন
০৪	জনাব জিয়া উদ্দীন পরিচালক,ডিটিপি	৩১/০৩/২০০০	১৯/০৪/২০০০	খন্ডকালীন
০৫	জনাব মোঃ সোলায়মান চৌধুরী উপ-পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন)	২০/০৪/২০০০	২৭/০৪/২০০০	খন্ডকালীন
০৬	জনাব মোঃ কুতুব উদ্দীন উপ-পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন)	২৮/০৪/২০০০	০৮/০৭/২০০৫	খন্ডকালীন
০৭	মেজর আসাদুল হক পরিচালক,ডিটিপি	০৯/০৭/২০০৫	২৯/১০/২০০৫	খন্ডকালীন
০৮	জনাব মোঃ আবুল বসর নির্বাহী প্রকৌশলী (বিসিএস PWD)	৩০/১০/২০০৫	২৭/০৩/২০০৭	পূর্ণকালীন
০৯	জনাব এটিএম ফাইজুল করিম উপ-সচিব	২৮/০৩/২০০৭	২৮/০৬/২০১১	পূর্ণকালীন
১০	জনাব হেদায়েত উল্লাহ চৌধুরী উপ-সচিব	২৯/০৬/২০১১	১৮/০৭/২০১১	খন্ডকালীন
১১	জনাব আহসান হাবীব তালুকদার উপ-সচিব	১৯/০৭/২০১১	২০/০৯/২০১২	পূর্ণকালীন
১২	মেজর মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক(২৫ প্রকল্প)	২১/০৯/২০১২	১০/১২/২০১২	খন্ডকালীন
১৩	জনাব মোঃ আতাউল হক উপ-সচিব	১১/১২/২০১২	১৮/০৭/২০১৩	পূর্ণকালীন
১৪	জনাব মোঃ আতাউল হক যুগ্ম-সচিব (বিসিএস প্রশাসন)	২২/০৭/২০১৩	৩১/১২/২০১৫	পূর্ণকালীন

?.? ????????? ?????? ? ????????? ????????

প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮১৭১.৯৭ লক্ষ টাকা। মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি মোট ২৫৫৭৯.২০ লক্ষ টাকা (৯০.৮০%)। প্রকল্পটির আওতায় প্রাথমিক পর্যায়ে ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে ৭৬ টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণের জন্য নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে ৩য় সংশোধনের সময় বরিশাল সদর; ঘাটাইল, টাঙ্গাইল; দৌলতপুর, কুস্টিয়া; তালা, সাতক্ষীরা; ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর; কল্যাণপুর, ঢাকা এবং ভাংগুরা, পাবনা এই সাতটি আলোচ্য প্রকল্পের আওতার বাইরে অন্য প্রকল্পে স্থানান্তর করা হয় যা সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপির ৬০ নং পৃষ্ঠায় প্রতিফলিত রয়েছে। সুতরাং আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় মোট ৬৯ টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত স্টেশনসমূহের মধ্যে লোকবল সল্পতার কারণে বাঁশখালী, চট্টগ্রাম; মতলব, চাঁদপুর; বাবুগঞ্জ, বরিশাল এবং জৈন্তাপুর, সিলেট এই ৪ টি স্টেশন এখন পর্যন্ত চালু করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পটির অনুকূলে ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০১৫-২০১৬ বছর পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
	মোট টাকা	টাকা	মোট
১৯৯৮-৯৯	১০.০০	১০.০০	১০.০০

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
	মোট টাকা	টাকা	মোট
১৯৯৯-০০	৮.০০	৮.০০	৮.০০
২০০০-০১	৭৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০
২০০১-০২	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
২০০২-০৩	৯৯৯.৯০	৯৯৯.৯০	৯৯৯.৯০
২০০৩-০৪	১৩৯৯.১৫	১৩৯৯.১৫	১৩৯৯.১৫
২০০৪-০৫	৯২৩.৮৯	৯২৩.৮৯	৯২৩.৮৯
২০০৫-০৬	৬৯৯.৩৩	৬৯৯.৩৩	৬৯৯.৩৩
২০০৬-০৭	৩৮৭.৮০	৩৮৭.৮০	৩৮৭.৮০
২০০৭-০৮	৫৬২.৩৯	৫৬২.৩৯	৫৬২.৩৯
২০০৮-০৯	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০
২০০৯-১০	২৬৬৯.২৭	২৬৬৯.২৭	২৬৬৯.২৭
২০১০-১১	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০
২০১১-১২	১৪৫৪.৮২	১৪৫৪.৮২	১৪৫৪.৮২
২০১২-১৩	১৫৪৯.৯৪	১৫৪৯.৯৪	১৫৪৯.৯৪
২০১৩-১৪	২৫৯৯.৯৯	২৫৯৯.৯৯	২৫৯৯.৯৯
২০১৪-১৫	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০
২০১৫-১৬	২৯৩২.৪৯	৪৯০.০০	৩৩৯.৭২
মোট	**২৮১৭১.৯৭**	**২৫৭২৯.৪৮**	**২৫৫৭৯.২০ (৯০.৮০%)**

৮.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

দাউদকান্দি, কুমিল্লাঃ

৮.১ গত ২৩/০৯/২০১৭ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার ফায়ার সার্ভিস স্টেশনটি কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উক্ত জেলার সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম) ও উপ সহকারী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। গণপূর্ত বিভাগ হতে দাউদকান্দি ফায়ার সার্ভিস স্টেশনটি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর নিকট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে গত ২০/০৪/২০১৩ তারিখে। স্টেশনটি চালু হয়েছে ২৩/১১/২০১৩ তারিখে PWD হতে ভবনটি বুঝে নেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত PWD কর্তৃক কোন রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি। বর্তমানে ভবনটিতে বেশ কিছু বিচ্যুতি লক্ষ্য করা গেছে। যেমন: ছাদের পানি চুইয়ে ভিতরের দেওয়াল ভিজে থাকছে। কয়েকটি দেওয়ালে Hair crack দেখা গেছে। রান্নাঘরের মেঝে মাটিতে বসে গেছে।

মতলব, চাঁদপুরঃ

৮.২ গত ২৪/০৯/২০১৭ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলার ফায়ার সার্ভিস স্টেশনটি কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উক্ত জেলার উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। গণপূর্ত বিভাগ হতে মতলব (দক্ষিণ) ফায়ার সার্ভিস স্টেশনটি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের নিকট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে গত ০৭/০৫/২০১৭ তারিখে। জনবল সংকটের কারণে স্টেশনটি এখন পর্যন্ত চালু করা সম্ভব হয়নি। PWD হতে ভবনটি বুঝে নেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত PWD কর্তৃক কোন রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি। বর্তমানে ভবনটিতে বেশ কিছু বিচ্যুতি লক্ষ্য করা গেছে। যেমন ছাদের পানি চুইয়ে ভিতরের দেওয়াল ভিজে থাকছে। কয়েকটি দেওয়ালে Hair crack দেখা গেছে। বাইরের এবং ভিতরের দেওয়ালের প্লাস্টার লোনা ধরেছে। ছাদের দেয়ালে পানির Damp রয়েছে। ছাদের Rain water pipe এর মেরামত (কিউরিং) করা প্রয়োজন। ভবনটি পরিচ্ছন্নভাবে রাখা হয়নি। সিড়ি এবং অন্যান্য ঘর ব্যবহার না হওয়ার কারণে নোংরা রয়েছে। ফায়ার সার্ভিস এর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। জানালার থাই গ্লাস ঠিকমত না লাগানোর কারণে বৃষ্টির পানি ঢুকে ভবনটি ব্যবহার অনুপযোগী হয়েছে। দরজার কাঠের মান সন্তেষজনক নয়। ফায়ার সার্ভিস স্টেশনটিতে প্রবেশের জমি

অধিগ্রহণ করা হয়নি। এই জমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত Arbori culture করা হয়নি।

পরশুরাম, ফেনিঃ

৮.৩ গত ২৫/০৯/২০১৭ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ফেনি জেলার পরশুরাম উপজেলার ফায়ার সার্ভিস স্টেশনটি কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উক্ত জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ফায়ার সার্ভিস স্টেশনটি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে নির্মিত ভবনের কাঠামোর মান সন্তোষজনক নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। **PWD** হতে ভবনটি বুঝে নেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত **PWD** কর্তৃক কোন রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি। বর্তমানে ভবনটিতে বেশ কিছু বিচ্যুতি লক্ষ্য করা গেছে। যেমন বৃষ্টি হলেই ছাদের পানি চুইয়ে ভিতরে পড়ে। এ কারণে উক্ত রুমটি ব্যাবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ভবন নির্মাণের সময় সঠিক তদারকি ছিল না মর্মে প্রতীয়মান হয়। কয়েকটি দেওয়ালে **Hair crack** দেখা গেছে। ছাদে পানি জমে থাকার কারণে ভিতরের দেয়াল এবং ছাদের দেয়ালে পানির **Damp** রয়েছে। ভবনটি পরিচ্ছন্নভাবে রাখা হয়নি। সিড়ি এবং অন্যান্য ঘর ব্যবহার না হওয়ার কারণে নোংরা রয়েছে। ফায়ার সার্ভিস এর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। ড্রেন লাইন মাটিতে ডেবে গেছে। সঠিকভাবে মাটি ওয়েদারিং করা হয়নি। দেয়াল **Damp** থাকার কারণে দেয়ালে শেওলা জন্মেছে। **Internal water line leckage** থাকার কারণে বাথরুম সংলগ্ন দেয়াল ভিজে থাকছে। বর্ষাকালে **Sewarage overflow** হচ্ছে। **PWD'**র আরো নিবিড় তদারকি প্রয়োজন।

মিরেরসরাই, চট্রগ্রামঃ

৮.৪ গত ২৬/০৯/২০১৭ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত চট্রগ্রামজেলার মিরেরসরাই_উপজেলার ফায়ার সার্ভিস স্টেশনটি কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উক্ত জেলার উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ফায়ার সার্ভিস স্টেশনটি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে নির্মিত ভবনের কাঠামোর মান সন্তোষজনক নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। গণপূর্ত বিভাগ হতে মিরেরসরাই ফায়ার সার্ভিস স্টেশনটি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর নিকট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে গত জুলাই ২০১৫ মাসে। **PWD** হতে ভবনটি বুঝে নেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত **PWD** কর্তৃক কোন রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি। বর্তমানে ভবনটিতে বেশ কিছু বিচ্যুতি লক্ষ্য করা গেছে। যেমন বৃষ্টির পানি ঢুকে বিদ্যুৎ এর সুইস নষ্ট হয়েছে। নতুন করে সুইস লাগানো প্রয়োজন। ভবন নির্মাণের সময় নিম্নমানের পুরাতন পানির পাইপ ব্যবহার করায় পাইপে জং ধরেছে এবং বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী হয়েছে। মটর দিয়ে ছদের ট্যাংক এ পানি উঠানোর প্লাস্টিকের পাইপ ফেটে গেছে। **PWD** এর সঠিক তদারকির ছাপ পাওয়া যায়নি। ভবন নির্মাণের সময় সঠিক তদারকি ছিল না মর্মে প্রতীয়মান হয়। কয়েকটি দেওয়ালে **Hair crack** দেখা গেছে। ছাদে পানি জমে থাকার কারণে ভিতরের দেয়াল এবং ছাদের দেয়ালে পানির **Damp** রয়েছে। দেয়াল **Damp** থাকার কারণে দেয়ালে শেওলা জন্মেছে। **Internal water line leckage** থাকার কারণে বাথরুম সংলগ্ন দেয়াল ভিজে থাকছে। **PWD'**র আরো নিবিড় তদারকি প্রয়োজন।

বাশখালী, চট্রগ্রামঃ

৮.৫ গত ২৬/০৯/২০১৭ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত চট্রগ্রাম জেলার বাসখালী উপজেলার ফায়ার সার্ভিস স্টেশনটি কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উক্ত জেলার উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী এবং উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/ এম) গণপূর্ত বিভাগ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত হলেও ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ ভবনটি বুঝে নেয়নি। এ কারণে স্থাপনাটি স্থানীয় বখাটে মাদকসেবনকারীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এতে ভবনের মূল্যবান আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সুইস, দরজা ইত্যাদি নষ্ট হচ্ছে। পরিদর্শনকালে নির্মিত ভবনের কাঠামোর মান সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়। বর্তমানে ভবনটিতে বেশ কিছু বিচ্যুতি লক্ষ্য করা গেছে। ভবন নির্মাণের সময় নিম্নমানের পুরাতন পানির পাইপ ব্যবহার করায় পাইপে জং ধরেছে এবং বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী হয়েছে। পানির পাইপ থেকে পানি বের হয়ে দেয়াল সব সময় ভিজে থাকছে। এতে ভবনের মান খারাফ হচ্ছে। দেয়াল **Damp** থাকার কারণে দেয়ালে শেওলা জন্মেছে। **Internal water line leckage** থাকার কারণে বাথরুম সংলগ্ন দেয়াল ভিজে থাকছে। দ্রুত ভবনটি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। গত জুন ২০১৭ পর্যন্ত **PWD** এর পাহারাদার থাকলেও জুন ২০১৭ এর পর থেকে পাহারাদার নেই।

৯. ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল নির্মাণকাজ/মালামাল ক্রয় করা হয়েছে তা পিপিআর অনুসারে টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে যথাযথ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে বিভাগ/সংস্থা বহির্ভূত অন্যান্য বিভাগ/সংস্থার ২ (দুই) জন সদস্য নিয়মানুয়ায়ী অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।

১০. অডিট নিস্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

প্রকল্পের প্রেরিত পিসিআর এর অনুচ্ছেদ-এফ মনিটরিং এন্ড অডিটিং এর ২.১ নং ও ২.২ নং অনুচ্ছেদের ইন্টারন্যাল এন্ড এক্সটারন্যাল অডিটে র কোন তথ্যাদি উল্লেখ করা হয়নি। সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের সাথে আলোচনাক্রমে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় কোন অডিট আপত্তি নেই।

১১. প্রকল্পের?????ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় অগ্নিকান্ড ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে জান-মাল রক্ষার জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।	**ক) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন অবকাঠামো যেমনঃ ভবন নির্মাণ, গাড়ী ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন, দেয়াল নির্মাণ, ইত্যাদি কাজ করা হয়েছে। অতিতের চেয়ে বর্তমানে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।**

??.? ???????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ????? ???????? ???

১৩. সমস্যাঃ

দাউদকান্দি, কুমিল্লাঃ

১৩.১ ছাদের পানি চুইয়ে ভিতরের দেওয়াল ভিজে থাকছে।

১৩.২ বাথরুম ও ভবনের দেয়ালে হেয়ার **Crack** পরিলক্ষিত হয়েছে এবং বাথরুমের স্থাপিত লাইট খুলে পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

১৩.৩ রান্নাঘরের মেঝে মাটিতে বসে গেছে।

মতলব, চাঁদপুর

১৩.৪ জনবল সংকটের কারণে স্টেশনটি এখন পর্যন্ত চালু করা সম্ভব হয়নি।

১৩.৫ **PWD** হতে ভবনটি বুঝে নেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত **PWD** কর্তৃক কোন রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি।

১৩.৬ ছাদের পানি চুইয়ে ভিতরের দেওয়াল ভিজে থাকছে। কয়েকটি দেওয়ালে **Hair crack** দেখা গেছে।

১৩.৭ বাইরের এবং ভিতরের দেওয়ালের প্লাস্টার লোনা ধরেছে। ছাদের দেয়ালে পানির **Damp** রয়েছে।

১৩.৮ ছাদের **Rain water pipe** এর মেরামত (কিউরিং) করা প্রয়োজন।

১৩.৯ জানালার **Thai Glass** ঠিকমত না লাগানোর কারণে বৃষ্টির পানি ঢুকে ভবনটি ব্যবহার অনুপযোগী হয়েছে।দরজার কাঠের মান সন্তেষজনক নয়।

১৩.১০ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনটিতে প্রবেশের জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি। এই জমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত **Arbori culture** করা হয়নি।

পরশুরাম, ফেনীঃ

১৩.১১ **PWD** হতে ভবনটি বুঝে নেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত **PWD** কর্তৃক কোন রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি।

১৩.১২ বৃষ্টি হলেই ছাদের পানি চুইয়ে ভিতরে পড়ে। এ কারণে কয়েকটি রুম ব্যাবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ছাদ ঢালাইয়ের সময় সঠিক তদারকি ছিল না মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৩.১৩ কয়েকটি দেওয়ালে **Hair crack** দেখা গেছে। ছাদে পানি জমে থাকার কারণে ভিতরের দেয়াল এবং ছাদের দেয়ালে পানির **Damp** রয়েছে।

১৩.১৪ ড্রেন লাইন মাটিতে ডেবে গেছে। সঠিকভাবে মাটি ওয়েদারিং করা হয়নি।

১৩.১৫ দেয়াল **Damp** থাকার কারণে দেয়ালে শেওলা জন্মেছে। **Internal water line leckage** থাকার কারণে বাথরুম সংলগ্ন দেয়াল ভিজে থাকছে। বর্ষাকালে **Sewarage overflow** হচ্ছে। **PWD'**র আরো নিবিড় তদারকি প্রয়োজন।

<u>মিরেরসরাই, চট্রগ্রামঃ</u>

১৩.১৬ **PWD** হতে ভবনটি বুঝে নেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত **PWD** কর্তৃক কোন রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি।

১৩.১৭ বৃষ্টির পানি ঢুকে বিদ্যুৎ এর সুইস নষ্ট হয়েছে। নতুন করে সুইস লাগানো প্রয়োজন।

১৩.১৮ ভবন নির্মাণের সময় নিম্নমানের পুরাতন পানির পাইপ ব্যবহার করায় পাইপে জং ধরেছে এবং বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী হয়েছে। মটর দিয়ে ছদের ট্যাংক এ পানি উঠানোর প্লাস্টিকের পাইপ ফেটে গেছে।

১৩.১৯ কয়েকটি দেওয়ালে **Hair crack** দেখা গেছে। ছাদে পানি জমে থাকার কারণে ভিতরের দেয়াল এবং ছাদের দেয়ালে পানির **Damp** রয়েছে। দেয়াল **Damp** থাকার কারণে দেয়ালে শেওলা জন্মেছে।

১৩.২০ **Internal water line leckage** থাকার কারণে বাথরুম সংলগ্ন দেয়াল ভিজে থাকছে। **PWD'**র আরো নিবিড় তদারকি প্রয়োজন।

<u>বাশখালী, চট্রগ্রামঃ</u>

১৩.২১ প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত হলেও ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ ভবনটি বুঝে নেয়নি। এ কারণে স্থাপনাটি স্থানীয় বখাটে মাদকসেবনকারীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এতে ভবনের মূল্যবান আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সুইস, দরজা ইত্যাদি নষ্ট হচ্ছে।

১৩.২২ ভবন নির্মাণের সময় নিম্নমানের পুরাতন পানির পাইপ ব্যবহার করায় পাইপে জং ধরেছে এবং বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী হয়েছে। পানির পাইপ থেকে পানি বের হয়ে দেয়াল সব সময় ভিজে থাকছে। এতে ভবনের মান খারাফ হচ্ছে।

১৩.২৩ দেয়াল **Damp** থাকার কারণে দেয়ালে শেওলা জন্মেছে। **Internal water line leckage** থাকার কারণে বাথরুম সংলগ্ন দেয়াল ভিজে থাকছে।

১৩.২৪ জুন ২০১৭ পর্যন্ত **PWD** এর পাহারাদার থাকলেও জুন ২০১৭ এর পর থেকে পাহারাদার নেই।

<u>সাধারণ সমস্যাঃ</u>

১৩.২৫ ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষের ত ৎপরতার অভাবে ভবনগুলোর মান ক্রমেই খারাপ হচ্ছে।

১৩.২৬ প্রকল্পটি জুলাই ১৯৯৮ হতে শুরু হয়ে ডিসেম্বর ২০১৫ সালে সমাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্পটি মোট ১৮ বছর চলমান ছিল। এই সময়ে মোট ১৪ জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেন যার মধ্যে ৮ জনই খন্ডকালীন ছিলেন। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের ফলে প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব ধারাবাহিকভাবে পালন না করার কারণে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৪.০ <u>সুপারিশ/মতামতঃ</u>

<u>দাউদকান্দি, কুমিল্লাঃ</u>

১৪.১ ছাদের পানি চুইয়ে ভিতরের দেওয়াল যেন না ভিজে থাকে এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪.২ ভবনের দেয়ালে দু 'এক জায়গায় যে হেয়ার ক্র্যাক রয়েছে তা মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং নিরাপত্তার স্বার্থে বাথরুমসহ যে সকল স্থানে বৈদ্যুতিক সংযোগে ফিটিংসে সমস্যা রয়েছে তা যথাযথভাবে মেরামত/পুনরায় স্থাপন করতে হবে।

<u>মতলব, চাঁদপুর</u>

১৪.৩ স্টেশনটি দ্রুত চালুর ব্যবস্থা করতে হবে। **PWD** কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪.৪ ভবনের দেয়ালে দু'এক জায়গায় যে হেয়ার ক্রাক রয়েছে তা মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া ছাদের পানি চুইয়ে ভিতরের দেওয়াল যেন না ভিজে থাকে এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪.৫ বাইরের এবং ভিতরের দেওয়ালের লোনা প্লাস্টার সরিয়ে নতুনভাবে প্লাস্টার করতে হবে। ছাদের দেয়ালে পানির **Damp** মেরামত এবং ভবিষ্যতে যাতে **Damp** না হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

১৪.৬ ছাদের **Rain water pipe** এর মেরামত **(**কিউরিং**)** করতে হবে।

১৪.৭ জানালার **Thai Glass** ঠিকমত লাগানোর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিম্ন মানের কাঠের দরজা পরিবর্তন করে মানসম্মত দরজা লাগাতে হবে।

১৪.৮ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনটিতে প্রবেশের জমি অধিগ্রহণ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দকৃত **Arbori culture** করতে হবে।

পরশুরাম, ফেনীঃ

১৪.৯ **PWD** কর্তৃক নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪.১০ ভবনের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য ছাদের পানি চুইয়ে ভিতরে যেন না পড়ে এ বিষয়ে কিউরেং করতে হবে। দোষী ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যাস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিয়মিত ছাদে জমে থাকা ময়লা আবর্জনা পরিস্কার করতে হবে।

১৪.১১ ভবনের দেয়ালে দু'এক জায়গায় যে হেয়ার ক্রাক রয়েছে তা মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪.১২ ড্রেন লাইন মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪.১৩ দেয়ালে পানির **Damp** মেরামত এবং ভবিষ্যতে যাতে **Damp** না হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

১৪.১৪ **Internal water line leckage** সারাই করে বাথরুম সংলগ্ন দেয়াল ভিজে থাকা রোধ করতে হবে। **Sewarage overflow** রোধ করতে হবে।

মিরেরসরাই, চট্রগ্রামঃ

১৪.১৫ **PWD** কর্তৃক নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪.১৬ নষ্ট সুইস পরিবর্তন করতে হবে। নতুন করে সুইস লাগানো প্রয়োজন।

১৪.১৭ নিম্নমানের পুরাতন পানির পাইপ পরিবর্তন করতে হবে। মটর দিয়ে ছদের ট্যাংক এ পানি উঠানোর প্লাস্টিকের পাইপ পরিবর্তন করতে হবে।

১৪.১৮ ভবনের দেয়ালে দু'এক জায়গায় যে হেয়ার ক্রাক রয়েছে তা মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দেয়ালে পানির **Damp** মেরামত এবং ভবিষ্যতে যাতে **Damp** না হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

১৪.১৯ **Internal water line leckage** সারাই করে বাথরুম সংলগ্ন দেয়াল ভিজে থাকা রোধ করতে হবে।

বাশখালী, চট্রগ্রামঃ

১৪.২০ স্টেশনটি দ্রুত বুঝে নিয়ে চালুর ব্যবস্থা করতে হবে। **PWD** কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪.২১ নিম্নমানের পুরাতন পানির পাইপ পরিবর্তন করতে হবে। দেয়ালে পানির **Damp** মেরামত এবং ভবিষ্যতে যাতে **Damp** না হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

১৪.২২ **Internal water line leckage** সারাই করে বাথরুম সংলগ্ন দেয়াল ভিজে থাকা রোধ করতে হবে।

সাধারণ সুপারিশঃ.

১৪.২৩ ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনগুলো যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

১৪.২৪ প্রকল্পের বাস্তবায়ন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্তকরণের নিমিত্ত ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনে বিষয়টি ভবিষ্যতে পরিহার করা যেতে পারে।

১৫। প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং ১৪.১ হতে ১৪.২৪ পর্যন্ত সুপারিশের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।